পনপ্রথা একটি সামাজিক ব্যাধি

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মুরাদপুর গ্রামের উপর
একটি সমাজতাত্ত্বিক ক্ষেত্র সমীক্ষা

নাম - আজমিরা খাতুন

বিষয়- সমাজতত্ত্ব

সেমিস্টার - ষষ্ঠ

পেপার -DSE-4

ক্রমিক সংখ্যা- ১১১৬১১৬-২০০২০৭

রেজিস্ট্রেশান নং- ১১৬০০০৬ বর্ষ- ২০২০-২০২১

হলদিয়া সরকারি মহাবিদ্যালয়

(বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়)

ঘোষণা পত্র (Declaration letter)

আমি এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে, "পণপ্রথা একটি সামাজিক ব্যাধি: পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মুরাদপুর গ্রামের উপর একটি ক্ষেত্রসমীক্ষা শীর্ষক যে যে অনুসন্ধান মূলক কাজটি উপস্থাপন করেছি যা সমাজতত্ত্বে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করার একটি আংশিক প্রয়োজনীয়তা শিদ্ধ করে।এই গবেষণামূলক প্রবন্ধটির কাজ আমি অধ্যাপক ডঃ হাসিবুল রহমান স্যারের অধীনে সম্পন্ন করেছি। সঙ্গে আমি আরো ঘোষণা করেছি যে এই আসন্ন কাজটি সম্পূর্ণ মৌলিক গুচ্ছ। এই কাজটি আমি আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে অতীতের কথা উপস্থাপন করিনি, এবং ভবিষ্যতেও করবো না।

অধ্যক্ষকের স্বাক্ষর

(Signeture of the Supervisa)

শিক্ষার্থীর স্বাক্ষর

(signature of the Canddate)

TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to certify that Mis. Ajmira khatun, Semester:-Six, Roll No:- 1116116-200207 has done intersive field work at Muradpur Village, Chandipur,Purba Medinipur under my supervision.

DR. HASIBUL RAHAMAN
Depertment of Sociology
Haldia Govt. College

সূচীপত্র

(Content)

I. কৃতজ্ঞতা স্বীকার (ACKNOWLEDGEMENT)
II. ঘোষনা পত্র (DECLARATION LETTER)
III. পনপ্রথা (DOWRY)

অধ্যায় নং	অধ্যায়ের নাম	পৃষ্ঠা নং
প্রথম অধ্যায়	১. ভূমিকা (**Introduction**)	১-৬
	সামাজিক সমস্যার সংঙ্গা	
	সামাজিক সমস্যার প্রকারভেদ	
	পনপ্রথার সংঙ্গা	
	পনপ্রথার ইতিহাস	
	পনপ্রথার বৈশিষ্ট্য	
	১.১ বিষয় নির্বাচন(**Subject selection**)	৬-৭
	১.২ পুস্তক পর্যালোচনা (Review of the **Literature**)	৮-১১
	সাহিত্য পর্যালোচনা	
	১.৩ গবেষনার উদ্দেশ্য (Objectivity of the Study)	১২
	১.৪ গবেষনার পদ্ধতি (**Research Methodology**)	১৩-১৫
	১.৫ অসুবিধা (Difficulty)	১৬
দ্বিতীয় অধ্যায়	প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষন (Analysis of Data)	১৭-২৯
তৃতীয় অধ্যায়	ক্ষেত্র সমীক্ষা	৩০
	জীবন বৃত্তি (Case Study)	৩১-৪০
চতুর্থ অধ্যায়	সারাংশ ও উপসংহার (Substance & Conclusion)	৪১-৪৫
পরিশিষ্ট **Appendix**		৪৬-৪৭
সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী (**References**)		৪৮
কলেজ গ্রুপ অধ্যায়ণ(**College Group Study**)		৪৯

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

(Acknowledgement)

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের স্নাতক ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে প্রয়োজন অনুসারে উপস্থাপিত এই গবেষনা পত্র। এই গবেষনা পত্রের বিষয় বস্তু পনপ্রথা একটি সামাজিক ব্যাধি । পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব মেদিনীপুর জেলার একটি সামাজতাত্ত্বিক পর্যালোচনা।

এই ক্ষুদ্র গবেষনা মুলক প্রবন্ধটি রচনার ক্ষেত্রে আমি যাদের কাছ থেকে আন্তরিক উৎসাহ সহযোগিতা ও নির্দেশনা লাভ করেছি তাদের জানাই আমার কৃতজ্ঞতা ।

আমি সর্বপ্রথম কৃতজ্ঞতা জানাই আমার তত্ত্বাবধায়ক তথা হলদিয়া সরকারি মহাবিদ্যালয়ের বিভাগীয় ডঃ হাসিবুল রহমান সাহেবকে, যার নির্দেশিত পথ অনুসরণ করে আমরা গবেষনার কাজটি সম্পন্ন করেছি। সেই সঙ্গে ধন্যবাদ জানাই সমাজতত্ত্ব বিভাগের শিক্ষিকা ডঃ অন্যনা চ্যাটার্জী মহাশয়াকে এবং মৌতান রয় মহাশয়াকে। সমীক্ষা ও গবেষনার কাছে যাদের কাছ থেকে বিশেষ সহযোগিতা পেয়েছি তাদেরকে জানাই আমার শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা।

আমি ধন্যবাদ জানাই বিপ্লবী বাগ মহাশয়াকে যার প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ছাড়া আমরা এই গবেষনা মূলক কাজটি করতে সচেষ্ট হতে পারতাম না।

এছাড়াও মুরাদপুর গ্রামের প্রত্যক্ষ জন সাধারন যারা আমাদের উত্তর দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাদের শ্রিপাদ পদ্মে আমার শ্রদ্ধা ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই । ধন্যবাদ জানাই সেই সকল গ্রন্থ রচয়িতাদের যাদের বই পুস্তক পড়ে আমরা গবেষনাটি করতে ও তার বিশ্লেষন করতে গিয়ে উদ্দভ হয়েছি । ধন্যবাদ জানাই আমরা সকল সহ পাঠক পাঠিকা বন্ধুদের যারা আমার সঙ্গে থেকে আমাকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে সাহায্য করেছে।

পরিশেষে বলি যে গবেষনাটিকে সুষ্ট ভাবে সুন্দর করার জন্য যথা সাধ্য চেষ্টা করেছি। তা সত্ত্বেও যদি কিছু ত্রুটি থাকে আর জন্য ক্ষমাপ্রার্থী। এ বিষয়ে যতটুকু সাফল্য অর্জন করেছি , তা আমার শ্রদ্ধেও শিক্ষ গুরুর চরণে নিবেদন জানাই ।

তাং

ইতি।

আজমিরা খাতুন

পনপ্রথা

একি নির্মম নেই সংগ্রাম
নাহি মেনে কোনো সাড়া,
নারীর জীবনে ভয়াবহ পনে
বহিছে রক্তধারা।
পনের চাপেতে মেয়ের সুখেতে
বাবা মা সর্বহারা,
কিছু টাকা তারে দিতে নাহি পারে
ফাঁসিতে ঝুলিছে তারা।
করিছে বধূ খুন তারও যে আছে বোন
ভাবেনি একবারো তারা।
তাই শেষে বলি রুদ্ধ দোয়ার খুলি
বলি মোরা এই কথা ,
জাগো হে নারী ধরো তরবারি
বধ করো পনপ্রথা!

:- প্রথম অধ্যায় :-

ভুমিকা

(INTRODUCTION)

বিবাহের অঙ্গ হিসাবে পনপ্রথা বিষয়টি খুবই প্রাচীন এবং প্রায় প্রতিটি সম্প্রদায়ের মধ্যেই লক্ষ্য করা যায় দক্ষিনা , উপহার, যৌতুক, পন, স্ত্রীধন , নিরাপত্তা/সুরক্ষা-সম্পদ প্রভৃতি বিভিন্ন নামে বিষয়টি প্রচলিত। বেশ কিছু আদিম সমাজ কাঠামো এবং বিগত কয়েক শতক আগে পর্যন্ত স্ত্রীর পিতা-মাতা ছিল যৌতুকের দাবিদার । মুসলমানদের মধ্যেও স্ত্রী গচ্ছিত সম্পদের অধিকারী। কিন্তু বর্তমানে পনপ্রথা নিষিদ্ধ হলেও সব সমাজ কাঠামোতে স্বামী/স্বামীর পরিবার যৌতুকের দাবিদার এবং যা স্বেচ্ছামূলক ও বাধ্যতামূলক -নগদ অর্থে এবং অথবা দ্রব্যাদিসই বংশকৌলিন্য , বয়স , রুপ, মেধা, পেশা, বাসস্থান ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় পনধার্য হবার ক্ষেত্রে গুরুত্ব সহ বিবেচিত হয়। বিবাহ পরবর্তী বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠান পর্বেও যৌতুকের বিষয়টি সচল থাকে । কিন্তু বিষয়টি আইনগত জটিলতা সৃষ্টি করে বা প্রচার মধ্যমের আলোকে আসে যখন পন জনিত কোনও দুর্ঘটনা, সম্পর্কের চাপ, দৈহিক নিগ্রহ শুরু হয় বিয়ের সময় প্রতিশ্রুতি অর্থ/দ্রব্যাদি দিতে না পারার জন্য বা দ্রব্যাদি যদি পচ্ছন্দমত না হয়।

সমাজতাত্ত্বিক আহুজার মতে , পনপ্রথার বিষয়টি ব্যাক্তিগত পরিসরে গুরুত্বপূর্ন বিষয় হবার পিছনে তিনটি সামাজিক সাংস্কৃতিক বিষয় কাজ করে।

প্রথমত :- ১৯৮০-র দশকের শেষের এবং ১৯৯০-এর দশকের গোড়ার দিকে সমাজ বিঞ্জানী ও জনগনের একাংশ পনজনিত মৃত্যুর সংখ্যাবৃদ্ধিতে অত্যন্ত সচেতন হয়ে ওঠেন।

দ্বিতীয়ত :- বিভিন্ন নারীবাদী সংগঠন ও নারীবাদী আন্দোলন গুলিতে অন্দর মহলের মধ্যে আবদ্ধ এই নিগ্রহের বিষয়টি জনসমক্ষ্যে নিয়ে আসার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ন ভুমিকা নেয় । শ্বশুরবাড়ির বা থানার সামনে ধর্ণা , ঘেরাও শুরু হয়।

তৃতীয়ত :- সমাজ সম্পর্কে সমাজ তাত্ত্বিকদের সমন্বয়বাদী বা কার্যবাদী ধারানার হ্রাস এবং আমূল সংস্কারবাদীদের বিরোধিতায় সমাজ তাত্ত্বিকদের মধ্যে এক নতুন দৃষ্টি ভঙ্গি গড়ে উঠতে থাকে, তাছাড়া ১৯৭০ সালের সময় পর্যন্ত ভারতীয় সমাজ তাত্ত্বিকগন ভারতের সামাজিক সমস্যার বিষয়ে বেশি উৎসাহ দেখাননি। তাঁদের গবেষনার মূল বিষয় ছিল গ্রামজীবন, আদিম সমাজ, পরিবার ব্যবস্থা, সামাজিক পরিবর্তন প্রক্রিয়া অসাম্য ইত্যাদি।

❖ **সামাজিক সমস্যার সংজ্ঞা :-**

যদি কোনো ব্যাক্তি দরিদ্র হন তাহলে তার জন্য কে দায়ী? ঐ ব্যাক্তির আলস্য, কর্ম বিমুখতা এবং অমিত ব্যায়িতার ফলে তার দারিদ্র্যের জন্য সে কি নিজেই দায়ী? যদি তাই হয় তাহলে এটি তার ব্যাক্তিগত সমস্যা। যদি তার দারিদ্র্যের জন্য অন্যান্য কারন সমূহ যেমন দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা, আর্থিক নীতি সমূহ ইত্যাদি দায়ী হয় তাহলে সমস্যাটি সামাজিক, প্রাথমিক ধারনা হিসাবে সামাজিক সমস্যা বলতে সেই সমস্ত আচরন অথবা পরিস্থিতি সমূহকে বোঝায় যার কারন সমূহ ব্যাক্তির বহিঃস্থ বিষয় এবং যার প্রভাবে জীবনের গুনগতমানের অবনমন ঘটে।

সামাজিক সমস্যা-র এই 'সমস্যা' কথাটির অর্থ সম্পর্কে অবহিত হওয়া আবশ্যাক সমস্যা বলতে বাঁধা, প্রতিবন্ধকতা, উত্তেজনা , অসামঞ্জস্য ও অসংগঠনের উৎস প্রভৃতিকে বোঝায় , সমস্যা হল একটি অস্বাভাবিক অবস্থা , সামাজিক সমস্যা হল অস্বাভাবিক বিবদমান ,বেমানান , বিসদৃশ ব্যবহার বা অবস্থা , সামাজিক সমস্যা সামাজিক সমন্বয় -সংহতির বিরোধী। সামাজিক সংহতির পথে সামাজিক সমস্যা প্রতিবন্ধক হিসাবে প্রতিপন্ন হয়। সামাজিক সমস্যাদি সর্বদাই অসংহতি মুলক ও অসংগঠন মূলক ,স্বভাবতই সামাজিক সমস্যা সমূহের সমাধান করা অতন্ত্য জরুরী ।

হর্টন ও লেসলি(Hortan and Leslie) তাঁদের The Sociology and Social Problems শীর্ষক গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন । এই দুই সমাজবিজ্ঞানীর অভিমত অনুযায়ী সামাজিক সমস্যা হল একটি প্রতিকুল অবস্থা ,এই অবস্থা আবাঞ্ছিতভাবে বেশ কিছু সংখ্যাক মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করে । মনে করা হয় যে, সমষ্টিগত সামাজিক উদ্দ্যোগের মাধ্যমে এ বিষয়ে কিছু করা সম্ভব।('A Condition affecting a Significant Member of in ways Considered under rable about which it is felt that something can be done through calculate social action").

ওয়ালস ও ফারপাই (MatyE. Walsh and Paul H. Furfiy) তাঁদের Social Problems and Social Action শীর্ষক গ্রন্থে সামাজিক সমস্যার ধারনা সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছেন , এই দুই সামজ বিঞ্জানীর অভিমত অনুযায়ী ,'সামাজিক সমস্যা হল সমাজের বিদ্যামান আদর্শ ও মূল্যবোধ থেকে বিচ্যুতি এবং এর প্রতিকার গোষ্ঠীগত প্রচেষ্টার মাধ্যমে সম্ভব এই সংঙ্গার পরিপেক্ষিতে সামাজিক সমস্যার দুটি উপাদানের পরিচয় পাওয়া যায় ।এই দুটি উপাদান হল , ১. সামাজিক সমস্যা হল এমন একটি অবস্থা যা প্রচলিত সামাজিক আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ন নয় এবং এই কারনে অনভিপ্রেত ও অস্বাভাবিক । ২. গোষ্ঠীগত যৌথ উদ্দ্যোগ -আয়োজনের মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব।

❖ সামাজিক সমস্যার প্রকারভেদ :-(Types of Social Problems)

অধ্যাপক মার্টন - সামাজিক সমস্যা সম্পর্কিত আলোচনার পরিপেক্ষিতে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সমস্যার পরিচয় পাওয়া যায় । সমাজ তত্ত্ববিদগন বিবিধ প্রকারের সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন । বিভিন্ন সমাজ বিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে সামাজিক সমস্যার প্রকারভেদ পর্যালোচনা করেছেন।

অধ্যাপক মার্টন তাঁর Social Problems and Sociological theory শীর্ষক এক রচনায় সামাজিক সমস্যা সমূহের শ্রেনি বিভাজন করেছেন। অধ্যাপক মার্টনের মতানুসারে সামাজিক সমস্যা সমূহকে দুটি প্রধান শ্রেনিতে বিভক্ত করা যায়। সামাজিক সমস্যা সমূহের এই দুটি শ্রেনি হল- ১. অসংঠিত সামাজিক অবস্থা ২. বিচ্যুতি বাবহার ।

অধ্যাপক মার্টনের অভিমত অনুযায়ী সামাজিক সমস্যার ক্ষেত্রে বিচ্যুত বাবহার ও অবিন্যস্ত সামাজিক অবস্থার মিশ্রিত অবস্থান ও পরিলক্ষিত এ ক্ষেত্রে উদাহরন হিসাবে অসংঘঠিত পরিবার ব্যবস্থা অপরাধমূলক আচরন গোষ্ঠীগত বিবাদ-বিসংবাদ প্রভৃতির কথা বলা হয়েছে।

ফুলার ও মহিয়ারস (Richard C. Fuller and Richard R. Myers) তাঁদের the Natural History of a Social Problem শীর্ষক গ্রন্থে সামাজিক সমস্যার প্রকারভেদ প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। এই দুই সমাজ বিজ্ঞানী তিন ধরনের সামাজিক সমস্যার কথা বলেছেন । এই তিন ধরনের সামাজিক সমস্যা হল -১. প্রাকৃতিক ২. উন্নতি সাধক ৩. নৈতিক ।

১. প্রাকৃতিক সমস্যা সমূহ -

প্রাকৃতিক সমস্যা সমূহ সমাজের উপর প্রতিকূল প্রভাব প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। কিন্তু এই সমস্ত সমস্যার মূল কারন সমূহ মূল্য বোধজনিত সংঘাতের উপর ভিত্তীশীলনয়। প্রাকৃতিক সমস্যার উদাহরন হিসাবে বন্যা, ক্ষরা, মন্বন্তর প্রভৃতির কথা বলা হয়েছে ।

২. উন্নতি সাধক সমস্যা সমূহ -

এজাতীয় সামাজিক সমস্যার ফলাফল সম্পর্কে সকলের মধ্যে সহমত পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু সংশ্লিষ্ট সমস্যা সমূহের সমাধানের ব্যাপারে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। এধরনের সামাজিক সমস্যার উদাহরন হিসাবে দারিদ্র ,অপরাধ প্রবনতা, এইডস প্রভৃতির কথা বলা হয়েছে।

৩. নৈতিক সমস্যা সমূহ -

কিছু সামাজিক সমস্যা আছে যা নৈতিক প্রকৃতির। এধরনের সমস্যার সৃষ্টি ও প্রকৃতি প্রসঙ্গে একমতের অভাব পরিলক্ষিত হয়। নৈতিক সমস্যার উদাহরন হিসাবে মাদকাসক্তি, জুয়াখেলা , বিবাহ বিচ্ছেদ প্রভৃতির কথা বলা হয়েছে।

কেস(Clarance Marshall Case) অসামাজিক সমস্যার প্রকার পসঙ্গে আলোচনা করেছেন। এই সমাজ বিজ্ঞানী চার ধরনের সামাজিক সমস্যার কথা বলেছেন। এই চার ধরনের সামাজিক সমস্যা হল -

ক) প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্ভূত

খ) জনসংখ্যার প্রকৃতি বা বন্টন সম্ভুত

গ) দুব্রল সামাজিক সংগঠন সম্ভূত

ঘ) সমাজের মধ্যে সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ সমূহের মধ্যে সংঘাত সম্ভূত

❖ পনপ্রথার সংজ্ঞা :--

যৌতুক বা পন হল কন্যার বিবাহে পিতামাতার সম্পত্তির হস্তান্তর প্রক্রিয়া, 'যু' ধাতু থেকে নিষ্পন্ন 'যুত' শব্দের অর্থ যুক্ত বুৎপত্তিগত অর্থ হলো, পাত্র-পাত্রীর যুক্ত হওয়ার সময়ে অর্থ্যাৎ বিয়ের সময় পাত্রীর জন্য যাকিছু মুল্যবান সামগ্রী দেয়া হয়, তা হল যৌতুক ।

ভারতবর্ষে নারী নির্যাতনের অন্যতম প্রধান কারন হিসাবে পনপ্রথাকে চিহ্নিত করা যায় ।এই প্রথাকে কেন্দ্র করে বধূনিপীড়ন , দৈহিক ও মানসিক নির্যাতন, হত্যা, আত্মহত্যা, বিবাহ -বিচ্ছেদের মতো ঘটনা প্রায় প্রতিদিনই সংবাদ মাধ্যম্যে জায়গা করে নিচ্ছে।

অনেক সমাজেই বিবাহ অনুষ্ঠানের সাথে কিছু আর্থিক ও বস্তুগত দেনা-পাওনা জড়িত থাকতে দেখা যায়। কোন ক্ষেত্রে পাত্রপক্ষ্য পাত্রীপক্ষকে অর্থ বা দ্রব্যসামগ্রী দেয় তাকে কন্যা পন বলা হয়। আবার কোনও ক্ষেত্রে পাত্রীপক্ষ্য পাত্রপক্ষ্যকে অর্থ বা দ্রব্য সামগ্রী দেয়, তাকে বলা হয় বরপন, অর্থ্যাৎ পন ও যৌতুক পাত্র বা পাত্রী উভয়েই পেতে পারে। তবে ভারতীয় পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পন বা যৌতুক পাত্রীপক্ষ পাত্রপক্ষ্যকে দিয়ে থাকে। বিবাহের সময় পাত্রীর পরিবারকে পাত্রের পরিবারে অর্থ সম্পদ ,পোসাক পরিচ্ছেদ, গহনা , আসবাসপত্র গৃহে ব্যবহার্য নানা ধরনের বৈদুত্যিক সরঞ্জাম প্রদান করতে দেখা যায়। আবার অনেক সময় মনে করা হয় কত পন দেওয়া নেওয়া হল তার ওপর পাত্রী-পাত্র উভয়ই সামাজিক মর্যাদা নির্ভর করে। কিছু কিছু অর্থবান পরিবার তাদের তথাকথিত সামাজিক মর্যাদা রক্ষ্যার উপায় হিসাবে পনপ্রদানকে দেখে থাকে। আবার সার্মথ্য ভেদে কমবেশি পন প্রদান প্রায় সব পাত্রী পক্ষের কাছেই সামাজিক ভাবে অবশ্য পালনীয় আচার হিসাবে পরিগনিত হতে দেখা যায়। পুরুষ শাসিত সমাজে নারী-পুরুষের অসম সামাজিক মর্যাদার সুযোগে অনেক কাল থেকেই পনপ্রথা ভারতীয় সমাজে শিকড় গেড়ে আছে। রবীন্দ্রনাথের 'দেনা-পাওনা ' গল্পে পনপ্রথার বিষয় পরিনামের কথা জানা যায়।

❖ পনপ্রথার ইতিহাস :-

ভোগবাদী মানসিকতা মধ্যবিত্ত সমাজেও পনের আকাঙ্খা বাড়িয়ে তুলেছে। ব্রিটিশ যুগে প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা প্রসারের ফলেবিবাহ সম্পর্কের সময় শিক্ষিত পাত্রের কদর বৃদ্ধি পেতে থাকে সেই সময়কাল থেকে পাত্রকে পন দেওয়ার প্রথা নিন্দনীয় পর্যায়ে পৌছে যায়,কন্যার পিতারা রোজগেরে শিক্ষিত পাত্রের জন্য উচ্চ হারে পন দিতে রাজী থাকেন । পাত্র পক্ষকে ক্রমশই তাদের পনের দাবি বাড়িয়ে যেতে থাকে । এমনকি পাত্রের বিদেশে গিয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহনের জন্য খরচও পাত্রীর পরিবারকে বহন করতে দেখা যায়।

পনপ্রথা বিরোধী বিল নিয়ে লোক সভায় চলাকালীন বিতর্ক চলাকালীন এই বিলের সমর্থনে মহিলাদের সই সংগ্রহ ও বিভিন্ন সভা সমিতির আয়োজন করা হয়। এ বিষয়ে লেখিকা তাঁর অভিজ্ঞতার কথা আমাদের জানিয়েছেন।---- আইনটি যখন উত্তেজিত ভাবে আলোচিত হচ্ছে।তখন আমরাও মহিলাদের নিয়ে অনেক সভা সমিতির আয়োজন করেছিলাম এবং এই আইনের সমর্থনে অনেকের সই যোগাড় করেছিলাম ।আমরা লক্ষ্য করলাম শহর ও গ্রামের বহু মহিলা এবং বহু কৃষক বধূ এই আইনের বিরুদ্ধে বলছেন । এটা ছিল মূলত তাদের ভয়ের কারনে ।পনের অভাবে যদি কোনো মেয়ের বিয়েই না হয়, তাহলে আর এই আইনকে শুধু সমর্থন করে কিলাভ ? আমাদের কর্মশালা চলাকালীন শুনতে পেতাম কত কৃষক পরিবার নিম্ন , মধ্য ও উচ্চবিত্ত পরিবার গুলোকে মেয়ের বিয়ে দিতে গিয়ে কি পরিমান জমি-অর্থ -সম্পদ হারাতে হত, কত পরিবার এইভাবেই সর্ব্বশান্ত হয়ে গিয়েছিল । তবু তারা সাহস সঞ্চয় করে বলতে পারত না , না আমরা আর পন দেবনা। এর কারন হল যেন যতই শিক্ষিতা ও গৃহকর্মে নিপুন হোক না কেন ! মেয়েরা সমাজের চোখে তাদের কোনো দাম নেই, তাদের মূল্য নিরুপনের একমাত্র মাপকাঠি হল বিয়ের সময় কত, কি পরিমান গহনা গাটি, টাকা কড়ি , জমিজমা তারা পন হিসাবে পাবে। এই অবস্থার মধ্যে ১৯৬১ সালে পনপ্রথা নিবারন আইন (Dowry Prohibition act) চালু করা হয় ।১৯৮৪ ও ১৯৮৬ সালে এই আইন সংশোধনের মাধ্যমে আরও শক্তিশালী করা হয়। তবুও পনের কারনে বধূ নির্যাতন বা বধূহত্যার ঘটনা কমেনি । উত্তর ভারতে ১৮০০ পরিবারের ওপর একটি সমীক্ষার ফলে দেখা গেছে , কন্যা সন্তানকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দায় হিসাবে দেখা হয়েছে । পনপ্রথা-মেয়ের বিয়ের দুশ্চিন্তা এই পরিস্থিতির পেছনে মূল কারন ২০০২-০৩ সারা ভারতবর্ষে ১৩ হাজার ৫০০টি পনপ্রথার কারনে মৃত্যুর (Dowry-Death) অভিযোগ ছিল । পনপ্রথা নিবারনে শুধু আইনের সংস্থান যথেষ্ট বলে প্রমানিত হয়নি। পনপ্রথার সঙ্গে কন্যাভ্রুন হত্যা বৃদ্ধির প্রত্যক্ষ যোগাযোগের প্রমান বিভিন্ন সমীক্ষায় পাওয়া গেছে। পনের চাহিদাই কন্যা ভ্রুনহত্যা ও কন্যা শিশু হত্যার মূল কারন।

❖ পনপ্রথার বৈশিষ্ট্য :-

অধ্যাপক আহুজা পনপ্রথার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেছেন এবিষয়ে অবহিত হওয়া আবশ্যক ।

১. নীচু জাতের থেকে অপেক্ষাকৃত উঁচু জাতের মধ্যেই এই সমস্যার আধিক্য বর্তমান ।

২. বধু হত্যার ক্ষেত্রে পরিবারের গঠন -বিন্যাসের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ন।

৩. পনবলির শিকার প্রায় সত্তর শতাংশ ২১ থেকে ২৪ বছর বয়সের মধ্যে এই বয়সের মেয়েরা শারীরিক , সামজিক ও মানসিকভাবে পরিপক্ক ।

৪. নিম্ন শ্রেনির বা উচ্চ শ্রেনির মহিলাদের থেকে মধ্য শ্রেনির মহিলাদের মধ্যে এই সমস্যার শিকারের হার অধিক।

৫. হত্যা বা আত্মহত্যার আগে হত ভাগিনীর উপর নানা ধরনের লাঞ্ছনা-গঞ্জনা উৎপীড়ন পরিচালিত হয়।

৬. সংশ্লিষ্ট গৃহবধুর লেখাপড়ার মান এবং পরের কারনে তার উপর অত্যাচার-পীড়নের কোন সম্পর্ক নেই।

১.১ বিষয় নির্বাচন :-(Subject Selection)

ভারতীয় সমাজে বা প্রেক্ষাপটে সম্প্রতিকালে সরকার , সমাজ সংস্কার এবং অবশ্যই গবেষক সমাজ তাত্ত্বিকবিদরা বিবিধ সামাজিক সমস্যা নিয়ে ব্যাস্ত , সামাজিক সমস্যাদির মধ্যে কতকগুলো বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ন, এবং তার মধ্যে মহিলাদের সমস্যা অতিমাত্রায় অর্থবহ , কারন নারীজাতি সমস্যা-জর্জরিত হয়ে পড়লে, সেই দেশ ও দেশ বাসি এগোতে পারেনা, আর এই সমস্যাগুলির মধ্যে একটি জলন্ত সমস্যা হল পনপ্রথা। এই পনপ্রথার প্রভাবে সমাজ কীধরনের প্রতিফলন সৃষ্টি হচ্ছে এবং তা থেকে নিবারণের উপায়? পনপ্রথার ফলে নারী নির্যাতনের মাত্রা বাড়ছেনা কমছে? তার জন্য আইনগত কোনো সুপারিশ আছে কিনা ? পনপ্রথার ফলে কী বিবাহ-বিচ্ছেদ বাড়ছে? বর্তমান সময়ে দাড়িয়ে এর প্রভাব কতখানি ? এবং ভবিষ্যত এর মাত্রা কতটা কমবে ? প্রভৃতি প্রশ্নগুলি নিয়ে আমি আমার গবেষনার বিষয় নির্বাচন করছি।

আমার গবেষনার বিষয় নির্বাচনের মূল বিষয়বস্তু হল যে পনপ্রথা কুসংস্কার , সামাজিক পতিপত্তি, প্রতিষ্ঠান লাভের মোহ , পুরুষশাসিত সমাজে নারীদের নিম্ন আর্থ সামাজিক মর্যাদা প্রভৃতির মধ্যে কতখানি তার প্রভাব ফেলেছে।

ইংরাজি ভায়োলেন্স শব্দটির প্রতিশব্দ হল নির্যাতন । এই নির্যাতন বা নারী নির্যাতনের পিছনে ক্রিয়াশীল কারন গুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে পনপ্রথা বা যৌতুক । যৌতুকের কারন হল আমাদের সমাজে মহিলাদের ঐতিহ্যবাহী গৃহকর্মের (সন্তান লালন পালন) আর্থিক মূল্য নিরুপন

না করা এবং সেটার স্বীকৃতি না দেওয়া । আমাদের সমাজে পরিবার জীবনে স্ত্রী-পুরুষভেদে শ্রম বিভাগ তথা মহিলাদের উপার্যনক্ষম সদস্য মনে করেন না, কেবল ঘরের বাইরে গিয়ে নগদ অর্থে বেতনের অর্থে চাকরি করলে , ব্যবসা বানিজ্য বা কৃষিকাজ করলে তাকে Earning Member মনে করা হয়। নারী সমাজের শ্রমের এরুপ মূল্যায়ন যৌতুকের জন্য কম দায়ী নয়/ মূলত আমাদের দেশের সর্বস্তরে মেয়েদের পশ্চাৎপদতার কারনে সমাজে তাদের মর্যাদা কম এবং অবস্থান বেশ দূর্বল , সে কারনে বিয়ের সময় যৌতুক প্রদানের বাধ্যবাধকতা সহ যত রকমের ত্যাগ স্বীকার , সুযোগ সুবিধার বাঞ্ছন্য , কষ্ট বা দুর্ভোগ পোহানোর ব্যাপার আছে তার সবকিছু মেয়েদের জন্য নির্ধারিত।

পরিসংখ্যানে দেখা যাবে যে, আমাদের সমাজে শিক্ষিত ও চাকরিজীবি কন্যার পিতামাতার কাছে অতিকম ক্ষেত্রেই কোন পাত্র বা পাত্রের বাব-মা যৌতুকের দাবি করেছে, পক্ষান্তরে , অশিক্ষিত স্বল্প শিক্ষিত এবং চাকরিজীবি নয় এমন পাত্রীর বাবা-মাকেই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে যৌতুকের দাবি মিটাতে হয়। আবার অনেক সময় পাত্রীর বাব-মা তাদের কন্যাকে নিজেদের তুলনায় আর্থসামাজিক ভাবে অপেক্ষাকৃত প্রতিষ্ঠিত পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দিতে চান।

এমন অনেক বাব-মা আছেন যারা যৌতুক দেওয়ার মতো আর্থিক সমার্থ্য থাকলেও যৌতুক দেন না । যৌতুক কেউ দাবি করলে এরা সে পাত্র পক্ষকে অপছন্দ করেন প্রধানত দুটি কারণে। যথা.......

প্রথমত :- তারা মনে করেন যৌতুক দাবি করা মানসিক নিচতা ও দৈন্যতার লক্ষন । অতএব, এখানে বৈবাহিক আত্মীয়তা হতে পারে না।

দ্বিতীয়ত :- এরা এটাও মনে করেন যে , যৌতুক চাওয়া ও দাবি করার স্বভাব ও প্রবনতা বৈবাহিক, সুসম্পর্ক বজায় রাখার অনুকুলে কাজ করবেন না। এটাকে অনেকে সম্পর্ক অবনতির অশুভ ইঙ্গিত মনে করেন । তাই যৌতুক দাবি অনেকে প্রত্যাক্ষান ও করেন।

অতএব, আমরা যৌতুককে যে যেভাবেই যতটা সমালোচনা করি না কেন এটা একটা সামাজিক প্রথা না হলেও ফ্যাশানে পরিনত হয়েছে--- সে কথা বলার আর অপেক্ষা রাখে না । অথচ এর কুফল আমরা প্রতিনিয়তই লক্ষ্য করছি। মনে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে , এসমস্যা থেকে সমাজকে রক্ষা করার উপায় কি?

পুস্তক পর্যালোচনা

(Review of the Literature)

১. বাসবী চক্রবর্তী তিনি ২০১১ সালে ভারতীয় সমাজ সাম্প্রতিক সমস্যা বইটিতে পনপ্রথার কারন প্রসঙ্গে তিনি তার বক্তব্য তুলে ধরেছেন।

২. ২০০৬ সালে অনাদি কুমার মহাপাত্রের লেখা ভারতের সামাজিক সমস্যা নামক যে পুস্তকটি লিখেছিলেন সেখানে তিনি পনপ্রথা/ Dowryনিয়ে আলোচনা করেছেন ।

৩. মোঃ আহসান হাব্বি ২০০৮ সালে পরিবার ও বিবাহের সমাজ বিজ্ঞান বইটিএ তিনি পনপ্রথা কাকে বলে , এর কারন, বিভিন্ন আইন প্রভৃতি নিয়ে পনপ্রথা সম্পর্কে উনার দৃষ্টি ভঙ্গি পেশ করেছেন।

৪. ডি. আর. রাম আহুজা ১৯৯৭ সালে Social Problem in India -গ্রন্থে পনপ্রথা নিয়ে বিভিন্ন মতামত আমাদের সামনে পেশ করেছেন।

৫. ২০০১ সালে ডঃ অনিরুদ্ধ রায় চৌধুরি ভারতের সামাজিক সমস্যার প্রেক্ষাপটে তিনি অন্যান্য বিষয় ছাড়া পনপ্রথা নিয়েও আলোচনা করেছেন ।

৬. এছাড়া অন্যান্য সমাজতাত্ত্বিক গন এই পনপ্রথা সম্পর্কে নানা অভিমত আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন ।

১.২। সাহিত্য পর্যালোচনা (Literature Review)

বর্তমান সমাজের পরিচিত নাম 'পণপ্রথা' । এটি অতপ্রাত ভাবে জড়িয়ে আছে বিবাহ নামক সামাজিক প্রকৃয়াটির সাথে। মনুষ্য সমাজে এটি প্রবর্তিত হয়েছিল মানুষের যৌনজীবন কে নিয়ন্ত্রনের জন্য। এটি আবার পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানটির সাথে খুব নিবীড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত, এককথায় বলা যায় পরিবার ও বিবাহ একে অপরের পরিপূরক। এই বিবাহ প্রকৃয়া বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। বিবাহের উদ্দেশ্য, কার্যকারিতা ও গঠন সমাজে পরিবর্তিত হতে পারে। আর এই বিবাহ নামটির আগমনের সাথে সাথে পণপ্রথা বা যৌতুক শব্দটির আগমন ঘটে। এই পণপ্রথার সাংবিধানিক স্বীকৃতি নয়, তবুও দেখা যায় যে কণ্যার পিতা-মাতা প্রচুর পরিমানে পণ দান করেন। এর কারন হিসাবে সমাজ বিজ্ঞানীগন মনে করেন যে, কণ্যার জীবন প্রতিষ্ঠিত করতে এই ধরনের সম্পত্তি দান করেন। উদাহরন হিসেবে রাজপুত সম্প্রদায়র কথা বলা যায়;যারা বিবাহর পর পণস্বরুপ বহু পরিমান যৌতুক দান করেন। দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন অংশে এই ধরনের পণদান ও গ্রহণ আইনি স্বীকৃত না হলেও সমাজে স্বীকৃত ও বহুল প্রচলিত। শুধুমাত্র হিন্দু ধর্মের অভ্যন্তরেই নয় ভারতের খ্রিস্টান ধর্মেও এই প্রবনতা লক্ষ্য করা যায়। দক্ষিণ ভারতে মর্যাদা প্রকাশের লক্ষ্যে খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের মানুষ বিবাহে পণদান করে।

পণপ্রথা আমাদের সমাজে একটি অন্ধকার দিককে চিহ্নিত করে এবং এটি একটি জলন্ত বিষয়।বর্তমানে বহু শিক্ষিত পরিবারও এই প্রথার প্রচলনে দেখত পাওয়া যায়। নারীদের জীবনকে দুর্বিসহ করে তোলে এই পণপ্রথা। আমরা যদি **আমাদের সমাজে এক কিছুটা বেরিয়ে বহিরাগত সমাজের দিকে চোখ রাখি** তাহলে **কিছু কিছু ক্ষেত্রে কোন কোন সমাজে দেখতে পাবো যে সেখানে** পণপ্রথার অস্থিত্বই নেই। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বর্তমানে বিশ্বায়নের যুগে পৌঁছেও আমরা আন্যান্য দেশে থেকে কতটা পিছিয়ে। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, তথ্য প্রযুক্তি ইত্যাদির দিকে আমরা দিনের পর দিন উন্নতি করলেও আমাদের চিন্তাভাবনার কোনো বিশেষ উন্নতি হয়নি। এই দিকে একজন প্রাচীন মানবের সাথে আমাদের কোনো পার্থক্য নেই।

FALSE CASES OF DOWRY & SEXUAL HARASSMENT

False Dowry Harassment Cases			
States	2011	2012	2013
Rajasthan	5,494	6,241	6,615
Andhra Pradesh	1,745	1,049	1,157
Haryana	685	834	982
Assam	655	376	83
Bihar	141	570	695
All India	**10,193**	**10,235**	**10,864**
Total cases Investigated	92,610	1,03,848	1,12,058

False Sexual Harassment Cases			
States	2011	2012	2013
Andhra Pradesh	288	228	324
Haryana	17	16	31
Kerala	18	16	11
Maharashtra	15	7	22
Odisha	8	15	19
All India	**386**	**339**	**482**
Total cases Investigated	8,420	8,601	11,869

অর্থাৎ এই পণপ্রথা হলো নারী হত্যার অন্যতম পথস্বরূপ। এই পণ প্রথার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে মধ্যবিত্ত পরিবারের মহিলারা এই প্রথা সংক্রান্ত যন্ত্রনায় বেশি ভুগছে, 'নিম্নবিত্ত পরিবারের মহিলাদের থেকে। অন্যথায় এই পণপ্রথার স্বীকার হয়ে থাকে এরকম মহিলাদের প্রায় ৭০ শতাংশ মহিলারা। যাদের বয়স হয় ২১-২৪ বছর। তারা শারিরীক ও মানসিক কোনো ভাবেই সাবলম্বী নয়। এই মহিলারা যারা পণপ্রথায় বলি হয়ে থাকে তারা তাদের মৃত্যুর আগে বহু অমানবিক অত্যাচারের স্বীকার হয়ে থাকে। যেমন গায়ে আগুন দেওয়া, খেতে না দেওয়া ইত্যাদি। সবশেষে বলতে পারি যে, এই পণপ্রথায় বলি মহিলাদের পরিবার তাদের মৃত্যুর জন্য বহুলাংশে দায়ী।

পণপ্রথার লেনদেন আমাদের সমাজে এমন এক অবস্থা সৃষ্টি করেছে, অনেকে মনে করে পাত্রের যোগ্যতা ও মর্যাদার মাপকাঠি। কে কতটা পণ পেল সেটাই যেন অনেকের দৃষ্টিতে পাত্রের যোগ্যতা ও মর্যাদার নির্নায়ক। এই কারনেই আমাদের সমাজে বিয়ে নামক সামাজিক প্রকৃয়াটি বর্তমানে একটি বিনিময় প্রথায় রূপান্তরিত হয়েছে। আমরা প্রচলিত কথায় বলে থাকি যে বিবাহ হল কম-বেশি স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যকার দ্বৈত সম্পর্ক যা মানুষের বংশ বিস্তারে বা সন্তান গ্রহণের পরও বজায় থাকে। কিন্তু এর বাস্তব রূপ কি এটাই? যাইহোক বিবাহ প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে পণপ্রথার প্রসঙ্গটি আলোচনার পূর্বে ইতিহাস ও নৃবিঞ্জানের ধারায় চোখ ফেরালে দেখা যায় প্রাচীনকালে পণপ্রথা বা দান প্রথা আদিম অর্থনিতীর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। সে সময়ে কোন বাড়িতে অতিথি এলে তাকে যৌতুক দেওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল। তখন বিভিন্ন সমাজে দুটি গোষ্ঠীর

মধ্যে সন্ধি কিংবা আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে প্রতিপত্তি বিস্তারের জন্য মেয়ের বিয়ে দেওয়া হত। বিয়েতে কণ্যা এবং অর্ধেক রাজত্ব দানের রীতি চালু ছিল। প্রাগঐতিহাসিক যুগে ভারতীয় সমাজের রত্নালঙ্কার দাসদাসী, গরু, মহিষ, হাতি, প্রভৃতি যৌতুক দেওয়ার প্রথা ছিল। দীনেশ চন্দ্র সেন কর্তৃক সংগৃহীত ময়মনসিংহ গীতিকা, দেওয়াল, মদিনা এবং পুঁথিসাহিত্যে তার প্রমাণ মেলে।

Ram Ahuja তাঁর " Social problem in India "নামক গ্রন্থে "Dowry Death" সম্পর্কে বলেছেন "Dowry-death either by way of suicide by a harassed wife or murdur by the greedy husband and law have indeed become a cause of great concern for parents, legislators, police, courts and socity as a whole".

১.৩ গবেষনার উদ্দেশ্য :-(For Reserch Purpose)

আমি আমার গবেষনায় 'পনপ্রথা' নিয়ে কাজ করেছি। 'পনপ্রথা' এই অধ্যায়নের, সাধারন উদ্দেশ্য হল অতীত এবং বর্তমান সময়ের মধ্যে দিয়ে পরিবর্তন, কারন এবং ধারাবাহিকতা মুল্যায়ন করা । যৌতুক প্রথার পাশাপাশি ধারাবাহিকতা কি পরিবর্তন করা হয়েছে এবং এখন ও কী আছে তা বর্তমান দিনে অব্যাহত করা ।

আমি আমার গবেষনাটি সম্পূর্ন করার পেছনে কী কী উদ্দেশ্য নিয়ে গবেষনাটি করেছি তা নিম্ন লিখিত বিষয়ের মাধ্যমে বিস্তারিত আলোচনা করলাম। যথা----

১. যৌতিক প্রথার পরিবর্তন এবং ধারাবাহিকতা চিহ্নিত করা ।

২. মুরাদপুর গ্রামে আমি গবেষনাটি সম্পাদন করতে গিয়েছিলাম অর্থ্যাৎ সেখানকার এলাকার 'পনপ্রথার' কারন খুঁজে বের করা ।

৩. পনপ্রথা এবং এর পরিবর্তন সম্পর্কে মুরাদপুর গ্রামের মানুষের প্রতিক্রিয়া মুল্যায়ন করা ।

৪. সেখানকার গ্রামের মানুষদের মধ্যে বিবাহের প্রকৃতি এবং পনের প্রকৃতি বিচার করা।

৫. মুরাদপুর গ্রামের মেয়েরা তাদের আত্মমর্যদা সম্পর্কে কতখানি সচেতন এবং তার সাথে পনপ্রথার সম্পর্ক কী তা জানা।

৬. গ্রামের মধ্যে বসবাসকারী পরিবার গুলির ওপর পনের প্রভাব জানা ।

৭. পনের পরিবর্তিত রুপ এবং জনজীবনে আইন এর প্রভাব সম্পর্কে জানা।

৮. মেয়েরা কেন এখানো পর্যন্ত পনপ্রথার স্বীকার হয় পর্যবেক্ষক হিসাবে কারন অনুধাবন করা ।

৯. আর্থ সামাজিক অবস্থার পরিপেক্ষিতে তাদের সুস্পষ্ট ধারনা লাভ করা ।

১০. পনপ্রথার বিরুদ্ধে মেয়েদের সচেতন বাড়ানো।

১.৪| গবেষণার পদ্ধতি(Research Methodology)

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম অনুযায়ী সামানি্যক সমাজতত্ত্ব বিভাগের ছাত্র ও ছাত্রীদের একটি ক্ষেত্র সমীক্ষা করতে হয়। ক্ষেত্র সমীক্ষা করার জন্য আমাদেরকে একটি ক্ষেত্র বা গ্রাম নির্বাচন করতে হয়। এই গ্রাম নির্বাচনের বিষয়টি সাধারণত আমাদের বিভাগের অধ্যাপক ও অধ্যাপিকা বৃন্দগন করে থাকেন। বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিক বিষয়গুলিকে মাথায় রেখে এবছর ও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

ক্ষেত্র সমীক্ষার কাজটি শুরু করার পূর্বে,আমাদের বিভাগের অধ্যাপক ও অধ্যাপিকা বৃন্দগন সমস্ত বিধি সম্মত উপায়ে সঠিক স্থান নির্বাচনের পূর্বে সংলগ্ন স্থানটিতে পরিদর্শন করে। এখন সকল সমাজতাত্ত্বিক বিদ ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা গুলিকে মাথায় রেখে এ বছর অর্থাৎ 2023 সালে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার চন্ডীপুর ব্লকের অন্তর্গত মুরাদপুর থগ্রামটিতে সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সার্বিকভাবে নির্বাচন করা হয়েছে। অর্থাৎ এককথায় আমাদের বিভাগের সকল অধ্যাপক ও অধ্যাপিকা বৃন্দ নিম্নে উল্লেখিত অঞ্চলটিতে মোট অনুসন্ধান প্রক্রিয়া শুরু করার পূর্বে pailot Survey করেছিলেন।

মুরাদপুর গ্রামে আমাদের সমাজতাত্ত্বিক অনুসন্ধান প্রক্রিয়ার কাজটি ত্বরান্বিত করার জন্য যে ধরনের পূর্ব পরিকল্পনা করা দরকার এবং যে সকল আসবাবপত্র সঙ্গে নিয়ে যাওয়া দরকার এবং কোন সময় ও কোথা থেকে আমরা মুরাদপুর গ্রামের দিকে রওনা দেব, সে বিষয়ে বিশেষভাবে জ্ঞাত হওয়ার জন্য বিভাগীয় অধ্যাপক অধ্যাপিকা বৃন্দ একটি অনলাইন মিটিংয়ের আয়োজন করেছিলেন। সেই মিটিংয়ে আমাদের অধ্যাপক অধ্যাপিকারা নির্দেশ

দিয়েছিলেন যে ক্ষেত্র সমীক্ষার অঞ্চলটিকে কিভাবে এবং কি ধরনের আচরণ আমরা উত্তরদাতার সঙ্গে করব। শুধু তাই নয় গবেষণালব্ধ প্রবন্ধটির কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য Reserch Methodology অর্থাৎ গবেষণা লব্ধটির সম্পর্কে আমাদের বিশদে জানানো হয়েছে।

এরপর ২০২৩ সালে ১১ই ফেব্রুয়ারি সকাল 9:30 নাগাদ আমরা সবাই বাসে করে ক্ষেত্রসমীকার কাজ করার জন্য মুরাদপুর গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম।

অবশেষে আমরা দুপুর 12 নাগাদ সেখানে পৌঁছাই। মুরাদপুর গ্রামে এসে পৌছানোর পর দুপুরে খাওয়া দাওয়া করে সবাই Room-এ চলে যাই।

এই গবেষণা লব্ধ প্রবন্ধটি মূলত দুই ধরনের তথ্যের ওপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে। এই দুই ধরনের তথ্য হলো—

i) প্রাথমিক তথ্য(PrimaryData)

ii) গৌণ তথ্য(Secondery Data)

গবেষণা লব্ধ প্রবন্ধটির কাজ সম্পন্ন করার জন্য আমরা মুরাদপুর গ্রামের একটি বে-সরকারি বিদ্যালয়ের আবাসিক Room- এ 11-14 তারিখ পর্যন্ত থেকে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করেছি।

পণপ্রথা একটি সামাজিক ব্যাধি শীর্ষক বিষয়ে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করার জন্য আমরা যে সকল সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতি অবলম্বন করেছি সেই গুলি হল— প্রশ্নমালা (Questionnaire), তালিকা (Schedule), পর্যবেক্ষণ (Observation), জীবনবৃত্তি (Case study), সাক্ষাকারপদ্ধতি (Interview),

এছাড়াও আমরা Case study সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে নমুনাচয়ন (Sampling) নামক সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতিটির সাহায্য নিয়েছে। সমাজতত্ত্বের ছাত্র-ছাত্রী হিসাবে আমরা সবাই জানি নমুনাচয়নের অনেকগুলি ভাগ রয়েছে। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য পূরণ করার জন্য এক্ষেত্রে আমরা পারস্পরিক Sampling নামক পদ্ধতিটি ব্যবহার করেছি। আবার পক্ষান্তরে আমরা এটাও জানি যে পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়ার অনেক ভাগ রয়েছে কিন্তু প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে আমরা Participant Observations নামক পদ্ধতিটি ব্যবহার করেছি।

এছাড়াও এই গবেষণামূলক প্রবন্ধটির কাজ সম্পন্ন করার জন্য আমরা গৌণ তথ্য বা Secondery Data এর সাহায্য নিয়েছি। গৌণ তথ্য সংগ্রহ করার উৎস গুলি হল বিভিন্ন পুস্তক-পুস্তিকা,জার্নাল, পেপার-পত্রিকা, ম্যাগাজিন, লাইব্রেরী, বিভিন্ন বক্তৃতা, ইন্টারনেট ওয়েবসাইট, ইউটিউব লেকচার, এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ।

সুতরাং এক কথায় এই গবেষণা লব্ধ প্রবন্ধটির সম্পূর্ণ রূপ দেয়ার জন্য অভিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব উত্তরদাতা ছাড়াও অন্যান্য সাধারণ ব্যক্তিদের সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

১.৫ অসুবিধা :-(Difficulty)

হলদিয়া সরকারি মহাবিদ্যালয়ের ষষ্ঠ সেমিস্টারের শিক্ষক, শিক্ষিকা ও অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে ১১ই ফেব্রুয়ারী থেকে ১৪ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত আমি একটি গবেষনা মূলক কার্য সম্পাদন করতে গেছিলাম। যেটি চন্ডিপুর এলাকার মুরাদপুর গ্রাম বেছে নেওয়া হয়। সেখানে যাওয়ার মূল উদ্দেশ্য ছিল আমি যে প্রশ্ন মালাটি তৈরী করেছিলাম তার উত্তর প্রাপ্তি পাওয়ার জন্য। আমার বিষয় ছিল 'পনপ্রথা'। সেই বিষয়টিকে ঘিরে কিছু প্রশ্ন তৈরী করে মুরাদপুর গ্রামের বসবাসকারী ব্যাক্তিবর্গদের মধ্যে উত্তরের সন্ধ্যান।

ভারতীয় সমাজে নান সমস্যার মধ্যে একটি হল 'পনপ্রথা'। যা সমাজে একটি জলন্ত বিষয়। 'পনপ্রথা' নিয়ে গবেষনা করতে গিয়ে আমি কিছু সমস্যা বা অসুবিধার সম্মুক্ষীন হই। প্রথমত এক-একটি বাড়িতে যাই যার মাধ্যমে আমি আমার গবেষনাটি পূরন করতে পারব। তা সেই উদ্দেশ্য নিয়ে বেড়ালেও প্রত্যেক বাড়িতে আমাদের প্রবেশ করতে দেননি। বলেন যে বাড়িতে কেউ নেই পরে আসবেন। আবার অনেক বাড়ি আছে যারা আমাদের অর্থ্যাৎ আমার প্রশ্নমালার উত্তর দিতে রাজি হন। প্রথম যখন প্রশ্নটি করি আপনি কী পনপ্রথা সম্পর্কে জানেন কেউ বললেন জানেন আবার বেশির ভাগজন বলছেন জানেন না তো পনপ্রথা কী তা জানার জন্য বা সে বিষয়ে তিনি সত্যিই জানেন কী না তা জানার জন্য আমি প্রশ্নটি ঘুরিয়ে জিঞ্জাসা করলাম পরে দেখা গেল তিনি এই সম্পর্কে কিছুটা হলেও জানেন। যেহেতু আমরা একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে গবেষনাটি করতে গেছিলাম তো সেখান থেকে একটি নির্দিষ্ট সময় আমাদের দিতেন যার মধ্যে দিয়ে কাজটি করে সময় মত আবার কেন্দ্রস্থলে ফিরে আসতে হবে ফলে আমাদের গবেষনাটি চালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা থাকলেও উপায় নেই বলতে পারি হাতে সময় ছিল না। জিঞ্জাসা করা হল আপনি কী পন দেওয়ার পক্ষে তিনি উত্তর দিলেন না। একই সঙ্গে বললাম আপনি কী পন নেওয়ার পক্ষে তিনি বললেন না কিন্তু পরক্ষনে বললেন আমার ছেলে চাকরি করেতো তার টাকা বা পন লাগবে না আপনি আপনার মেয়েকে সাজিয়ে পাঠাবেন অর্থ্যাৎ যা কিছু দেবেন সব আপনার মেয়েরইতো থাকবে, এর মধ্যে দিয়ে গবেষনায় অংশ গ্রহনকারী ব্যাক্তির সঠিক মনোভাব ধারা পড়ছিল না। প্রশ্ন করা হল আপনার মাসিক আয় কত তিনি বললেন ১০,০০০.০০ টাকা কিন্তু দেখলাম ওনাদের তিনতালা বাড়ি আছে, বাড়িতে ফ্রিজ, গাড়ি ও অন্যান্য আরও জিনিস পত্র আছে যার পেছনে অনেক টাকা খরচা হয়। এই থেকে বোঝা যায় যে তিনি না জেনে বরং জেনে শুনে আমাদের প্রশ্নের ভূল উত্তর দিচ্ছে, যা তাদের থাকার ধরন দেখে মাসিক আয় একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে বসাতে হচ্ছে।

:- দ্বিতীয় অধ্যায় -:

প্রাপ্ত তথ্য গুলির বিশ্লেষণ নিয়ে আলোচনা করা হলো

ভূমিকা (Introduction)

আমাদের গবেষণার জন্য আমাদের একটি ছোট্ট গ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়, সেটিই হল মুরাদপুর। মুরাদপুর গ্রামটি ভারতের পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব মেদিনীপুর জেলার চন্ডিপুর মহকুমার মধ্যে অবস্থিত। 2009 সালের পরিসংখ্যান অনুসারে দিবাকর পুর হল মুরাদপুর গ্রামের গ্রাম পঞ্চায়েত। এই মুরাদপুরের মোট জনসংখ্যা হল প্রায় 3753 জন। তমলুক এবং চন্ডিপুর যথাক্রমে মুরাদপুর গ্রামের জেলা ও উপজেলা সদর সমস্ত বড় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য তমলুক মুরাদপুরের নিকটতম শহর, যা প্রায় 10 কিঃমি দূরে অবস্থিত।

মুরাদপুর গ্রামটি ভারতের পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব মেদিনীপুর জেলার চন্ডিপুর মহকুমার মধ্যে অবস্থিত। এই মুরাদপুর গ্রামের পিন কোড হল 721625 এই গ্রাম থেকে আমরা আমাদের গবেষণার তথ্য গুলি সংগ্রহ করেছি। এবার এই প্রাপ্ত তথ্য গুলির বিশ্লেষণ নিম্নে আলোচনা করা হয়েছে----

গবেষণামূলক প্রবন্ধের এই অধ্যায়টিতে একজন অনুসন্ধানকারী হিসেবে যে সকল বিষয়গুলো আলোচনা করা হলো সেগুলি হল-----

-:সারনী- 1:-

উরদাতাদের সংখ্যা ও জনসংখ্যা

উরদাতাদের সংখ্যা	মোট জনসংখ্যা
110	557

সূত্র:-ক্ষেত্র সমীক্ষা

ভারতের পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মুরাদপুর গ্রামের যে অংশটির ওপরে আমি ক্ষেত্রসমীক্ষা করেছিলাম, সেই অংশটি 110 জন মানুষকে প্রশ্ন করে জানা গিয়েছে যে ওই অঞ্চলটিতে মোট 557 জন মানুষ বসবাস করে।

-:সারনী- 2:-

-:উত্তরদাতার বয়স:-

বয়স	সংখ্যা	শতকরা হার
15-25	15	13.64%
26-36	21	19.09%
37-47	34	30.91%
48-58	25	22.72%
59+	15	13.64%
মোট	110	100%

সূত্র:-ক্ষেত্র সমীক্ষা

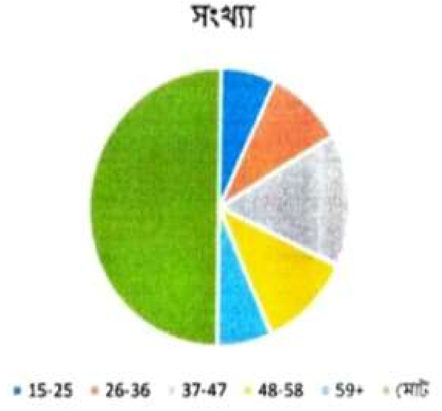

উপরিউক্ত সারণিতে উত্তরদাতার বয়সের ক্ষেত্রে মোট(N) হলো 110 জন উত্তরদাতাদের মধ্যে 15-25 উত্তরদাতার সংখ্যা হল 15(13.64%) জন, 26-36 উত্তরদাতার মধ্যে উত্তরদাতার সংখ্যা হল 21 (19.09%) জন, 37-47 উত্তরদাতার মধ্যে উত্তর দাতার সংখ্যা হল34 (30.91%) জন, 48-58 উত্তরদাতার মধ্যে উত্তরদাতার সংখ্যা হল 25 (22.73%) জন, 59+উত্তরদাতার মধ্যে উত্তরদাতার সংখ্যা হল15 (13.64%) জন, এবং মোট 110 জনের 100%।

-:সারনী- 3:-

উত্তরদাতার জাতি

জাতি	সংখ্যা	শতকরা হার
SC	5	4.55%
ST	4	3.63%
OBC	2	1.82%
GEN	99	90%
মোট	110	100%

সূত্র:-ক্ষেত্র সমীক্ষা

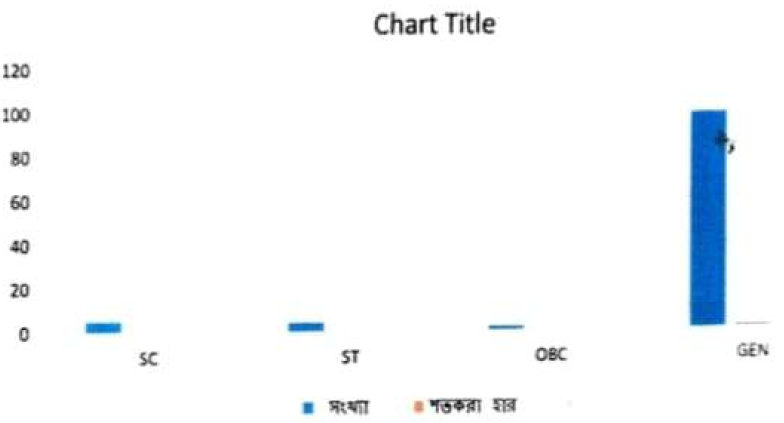

উপরিউক্ত সারণিতে উত্তরদাতার জাতির ক্ষেত্রে মোট(N) হলো 110 জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে SC উত্তরদাতার সংখ্যা হল 5(4.55%) জন, ST উত্তরদাতার মধ্যে উত্তরদাতার সংখ্যা হল 4 (3.64%) জন, OBC উত্তরদাতার মধ্যে উত্তর দাতার সংখ্যা হল 2 (1.82%) জন, এবং GENERAL উত্তরদাতার মধ্যে উত্তরদাতার সংখ্যা হল 99 (90%) জন, এগুলি উপরিউক্ত সারণী থেকে কিছু তথ্য; যেগুলি আমরা চন্ডিপুর মহকুমার মধ্যে অবস্থিত মুরাদপুর গ্রামটি থেকে নেওয়া।

-:সারনী- 4:-

উত্তরদাতার ধর্ম

ধর্ম	সংখ্যা	শতকরা হার
হিন্দু	100	90.91%
মুসলিম	10	9.09%
অন্যান্য	0	0%
মোট	110	100%

সূত্র:-ক্ষেত্র সমীক্ষা

উপরিউক্ত সারণিতে উত্তরদাতার ধর্মের ক্ষেত্রে মোট(N) হলো 110 জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে হিন্দু উত্তরদাতার সংখ্যা হল 100(90.90%) জন, মুসলিম উত্তরদাতার মধ্যে উত্তরদাতার সংখ্যা হল 10(9.09%) জন, অন্যান্য উত্তর দাতার সংখ্যা উপরিউক্ত সারণীতে নেই।

-:সারনী- 5:-

উত্তরদাতার পেশা

পেশা	সংখ্যা	শতকরা হার
চাকরি	15	13.64%
কৃষিকাজ	42	38.18%
দিনমজুর	20	18.18%
ব্যাবসা	16	14.55%
অন্যান্য	17	15.45%
মোট	110	100%

সূত্র:-ক্ষেত্র সমীক্ষা

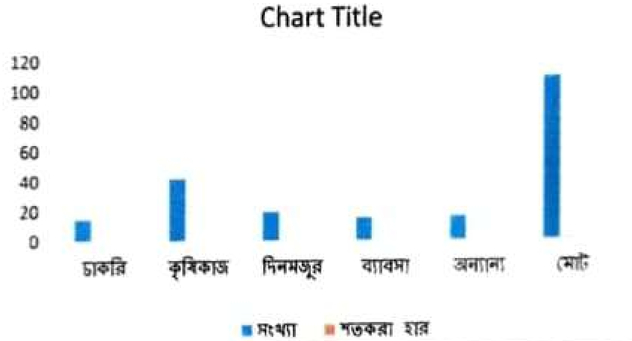

উপরই তো সারণিতে উত্তরদাতার পেসার ক্ষেত্রে মোট(N) হল 110 জন এর মধ্যে চাকরি উত্তরদাতার সংখ্যা হলো ১৫ (13.64%)জন কৃষিকাজ উত্তরদাতার সংখ্যা হল 42(38.18%) জন দিনমজুর উত্তরদাতা সংখ্যা হল 20(18.18%) জন ব্যবসা উত্তরদাতার সংখ্যা হল ১৬(14.55%) জন অন্যান্য উত্তরদাতার সংখ্যা হল ১৭(15.45%) জন|

-:সারনী- 6:-

উত্তরদাতার উপার্জন

উপার্জন	সংখ্যা	শতকরা হার
40- এর নিচে	23	20.91%
40 ,000-60 ,000	28	25.45%
61 ,000-81 ,000	07	6.36%
82 ,000-1,00,000	27	24.55%
1,00,000- এর উপরে	25	22.73%
মোট	110	100%

সূত্র:-ক্ষেত্র সমীক্ষা

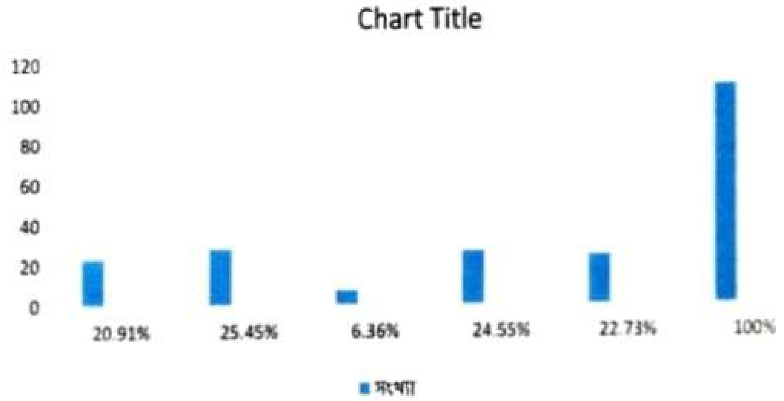

উপরিক্ত সারণীতে উত্তর উপার্জনের ক্ষেত্রে মোট(N) হলো 110 জন।এর মধ্যে 40 এর নিচে উত্তর দাতার সংখ্যা হল 23(20.91%) জন, 40,000 - 60,000 উত্তরদাতার সংখ্যা হল 28 (25.45%)জন, 61000 - 81000 উত্তর দাতার সংখ্যা হল 7(6.36%) জন, 42000-100000 উত্তর উত্তর দাতার সংখ্যা হল 25(22.73%)জন। দাতার সংখ্যা হল27(24.55%) জন, 100000- এর উপরে উত্তর দাতার সংখ্যা হল 25(22.73%)জন|

-:সারনী- 7:-

উত্তরদাতার বাড়ির ধরন

বাড়ির ধরন	সংখ্যা	শতকরা হার
কাঁচা	36	32.73%
পাকা	70	63.63%
সেমি পাকা	4	3.64%
মোট	110	100%

সূত্র:-ক্ষেত্র সমীক্ষা

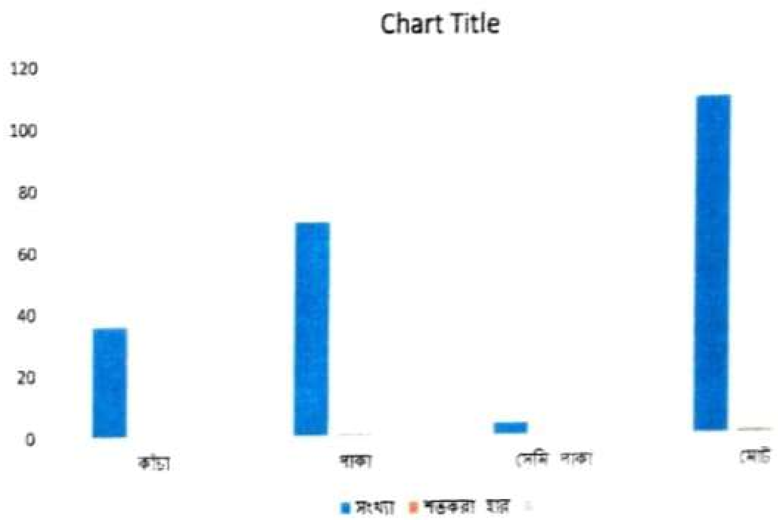

উপরিক্ত সারণিতে উত্তরদাতার বাড়ির ধরণের ক্ষেত্রে মোট (N)হল 110 জন।এর মধ্যে কাঁচা বাড়ি উত্তরদাতার সংখ্যা হল 36(32.73%)জন, পাকা বাড়ি উত্তরদাতা সংখ্যাগুলো 70(63.63%) জন, সেমি পাকা বাড়ির সংখ্যা হল 4(3.64%) জন।

-:সারনী- 8:

উত্তরদাতার পরিবারের ধরন

পরিবারের ধরন	সংখ্যা	শতকরা হার
একক	65	59.09%
যৌথ	45	40.91%
মোট	110	100%

সূত্র:-ক্ষেত্র সমীক্ষা

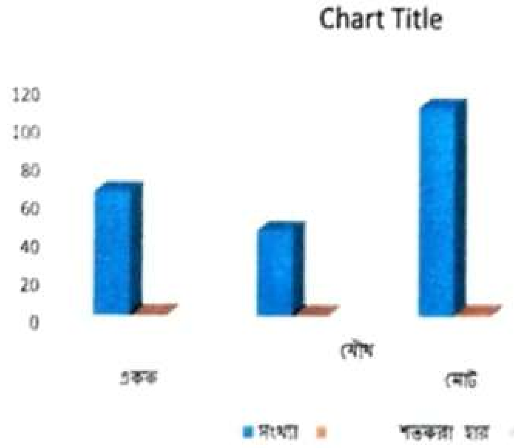

উপরের তো সরণিতে উত্তরদাতার পরিবারের ধরণের ক্ষেত্রে মোট (N) হল 110 জন। এর মধ্যে একক পরিবার উত্তর দত্তর সংখ্যা হল 65(59.09%) জন, যৌথ পরিবার উত্তর দাতার সংখ্যা হল45(40.91%) জন। এগুলি উপরিউক্ত সারণী থেকে কিছু তথ্য; যেগুলি আমরা চন্ডিপুর মহকুমার মধ্যে অবস্থিত মুরাদপুর গ্রামটি থেকে নেওয়া।

-:সারনী- 9:-

উত্তরদাতার শিক্ষা

শিক্ষা	সংখ্যা	শতকরা হার
Illiterate	11	10%
I - V	30	27.27%
V- XI	45	40.90%
XI-XII	15	13.64%
BA+	9	8.19%
মোট	110	100%

সূত্র:-ক্ষেত্র সমীক্ষা

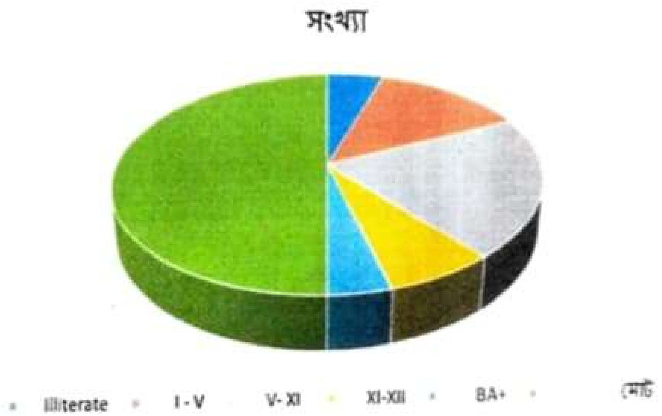

উপরিউক্ত সারণিতে উত্তরদাতা শিক্ষার ক্ষেত্রে মোট (N) হল 110 জন। এর মধ্যে Illiterate উত্তরদাতা সংখ্যা হল 11(10%)জন, i - V উত্তর দাতার সংখ্যা হল 30(27.27%) জন, V- XI উত্তর দাতার সংখ্যা হল 45(40.90%) জন, XI-XII উত্তর দাতার সংখ্যা হল 15(13.64%) জন, BA+উত্তর দাতার সংখ্যা হল 9(8.19%) জন।

-:সারনী- 10:-

উত্তরদাতার যৌতুকের উপকৌশল

যৌতুকের উপকৌশল	সংখ্যা	শতকরা হার
গয়না	13	11.82%
আসবাবপত্র	19	17.27%
যানবাহন	0	0%
নগদ টাকা	32	29.09%
গৃহ পালিত পশু	0	0%
কিছু না নেওয়া	46	41.82%
মোট	110	100%

সূত্র:-ক্ষেত্র সমীক্ষা

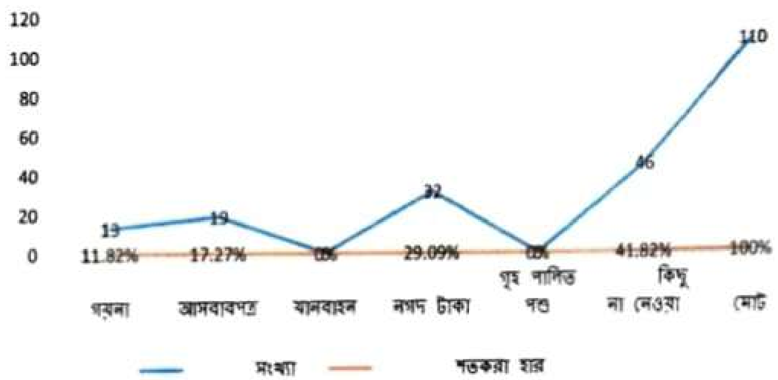

উপরিক্ত সারণীতে উত্তরদাতার যৌতুকের উপকৌশলের ক্ষেত্রে মোট (N) হল 110 জন উত্তরদাতার মধ্যে গয়না নিয়েছেন 13(11.82%) জন, আসবাবপত্র নিয়েছেন 19(17.27%) জন, যানবহন নিয়েছেন 0(0%)জন, নগদ টাকা নিয়েছেন 32(29.09%) জন, গৃহপালিত পশু নিয়েছেন 0(0%)জন, আর যারা কিছুই নেয়নি তারা হলেন 46(41.82%) জন।

-:সারনী- 11:-

উত্তরদাতার বিবাহের বয়স

বিবাহের বয়স	সংখ্যা	শতকরা হার
11_15	14	12.73%
16_20	61	55.45%
21_25	16	14.55%
25এর উর্ধ্বে	16	14.55%
অবিবাহিত	3	2.72%
মোট	110	100%

সূত্র:-ক্ষেত্র সমীক্ষা

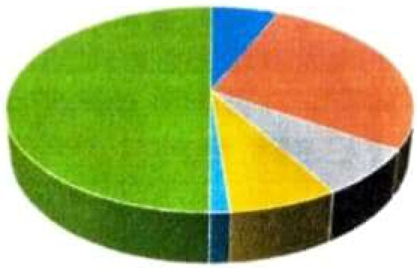

উপরিক্ত সারণিতে উত্তরদাতার বিবাহের বয়সের ক্ষেত্রে মোট (N) হল 110 জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে 11-15 বছর বয়সে যাদের বিয়ে হয়েছে তাদের সংখ্যা হলো 14(12.73%) জন, 16-20 বছর বয়সে যাদের বিয়ে হয়েছে তাদের সংখ্যা 61(55.45%) জন, 21-25 বছর বয়সে যাদের বিয়ে হয়েছে তাদের সংখ্যা হলো 16(14.55%)জন,25- এর উর্ধ্বে বয়সই যাদের বিয়ে হয়েছে তাদের সংখ্যা হলো 16(14.55%)জন,এবং অবিবাহিতের সংখ্যা হল 3(2.72%) জন|

উপসংহার(Conclusion)

গবেষণামূলক প্রবন্ধের এই অধ্যায়টিতে উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একজন অনুসন্ধানকারী হিসেবে আমি এ কথা বলতে পারি যে সমীক্ষিত গ্রামটিতে উত্তরদাতার সংখ্যা ও জনসংখ্যা, বয়স, জাতি, ধর্ম, পেশা, উপার্জন, বাড়িধরন, পরিবারেধরন, শিক্ষা, যৌতুকের উপকৌশল, বিবাহের বয়স, এই বিষয়গুলো সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেছি।

ক্ষেত্র সমীক্ষা

মুরাদপুর, চণ্ডীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ।

তৃতীয় অধ্যায়

জীবন বৃত্তি (Case Study)

Case Study-1

নাম- করুনা দাস অধিকারী

বয়স- ৫২ বৎসর

জাতি - মাহেশ্বর

ধর্ম- বৈষ্ণব

শিক্ষাগত যোগ্যতা- চতুর্থ শ্রেনি

পেশা- কীর্ত্তন

পরিবারে বার্ষিক আয় - ৯৬০০০.০০ টাকা

ভারতীয় সমাজে নানা সমস্যার মধ্যে একটি হল 'পনপ্রথা। এই পনপ্রথা সম্পর্কে জানতে আমরা পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অর্ন্তগত মুরাদপুর গ্রামে পনপ্রথা নিয়ে আমরা একটি ক্ষেত্র সমীক্ষা করেছি। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অর্ন্তগত চন্ডীপুর এলাকার মুরাদপুর গ্রামে করুনা দাস অধিকারী নামে এক মহিলার বাড়িতে পনপ্রথা বিষয় নিয়ে ক্ষেত্র সমীক্ষা করতে গিয়ে জানতে পারলাম যে করুনা দাস অধিকারীর পরিবারটি হল যৌথ পরিবার । ওনাদের পরিবারে তিনি আর তার স্বামী , ছেলে , বৌমা ও নাতনিকে নিয়ে পরিবারের মোট সদস্য সংখ্যা হল ৫জন, ওনাদের বাড়ির প্রধান কর্তা হলেন ওনার স্বামী মাধব দাস অধিকারী । তিনি খুব একটা পড়াশোনা করেননি। তিনি চতুর্থ শ্রেনি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন, তারপর পাত্র ১৫ বৎসর বয়সে দেখাশোনা করে বিবাহ হয়। ১৯৮৬ সালে , তখন তার স্বামীর বয়স ছিল ১৯ বৎসর, এখন তার বর্তমান বয়স হচ্ছে ৫২ বৎসর। তার স্বামী পেশায় কীর্ত্তন করেন । তার পরিবারের বার্ষিক আয় ৯৬০০০.০০ টাকা । জিঞ্জাসাবাদ করার পর উনি জানালেন উনার বিয়ের সময় পন দিতে হয়েছিল উনার বাবাকে। পন হিসাবে জিনিস পত্র যেমন - বিছানা সাজ, নাকছাবি দিতে হয়েছিল। শ্বশুর বাড়িতে শ্বশুর , শ্বাশুড়ী ও স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক ভালো। বিয়ের পর পনের জন্য তার উপর কোনো রকম অত্যাচার হয়নি। বর্তমান সমাজে দাঁড়িয়ে তিনি পন প্রথাকে সমর্থন করেন না। উনি বললেন বর্তমান সমাজে পন প্রথার জন্য দায়ী শ্বশুর বাড়ি তথা স্বামী বা পাত্রের বাবা ও মা কখনও স্বামী নিজেও কারন অনেক সময় পাত্রই বিয়েতে যৌতুক দাবী করে এ কারনেই যে, যোতুক গ্রহনের মাধ্যমে সে হয়তো আর্থিক ভাবে বেশ খানিকটা লাভবান হবে। যা তার আর্থিক প্রতিষ্ঠা অর্জনের পথে হবে বেশ সহায়ক। তার মতে বিয়েতে যে সব পাত্র নগদ আর্থিক টানপোড়নের মধ্যে দিয়ে দিন কাটায় তারা বিয়ের সময় যৌতুক দাবির মধ্যেমে দারিদ্র্য ঘুচাতে তথা আর্থিক প্রতিস্ঠা অর্জনের প্রচেষ্টা চালায়। অনেক সময় দেখা যাচ্ছে সম্পূর্ন পন দিতে না পারার কারনে বিবাহ বিচ্ছেদ বাড়ছে। তার মতে এই পন প্রথার কারনে বাবা-মায়েরা কন্যা সন্তান জন্ম দিতে চায় না । তিনি বলেন পনপ্রথার মুল কারন হচ্ছে অশিক্ষা ও দারিদ্রতা। তাই তার মতে নারীর শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমেই সমাজ থেকে পনপ্রথা দূর করা যাবে। এই পনপ্রথার কারনে বা প্রভাবে বহু বধু নির্যাতন হচ্ছে । তাই সরকারের কিছু আইনি পদক্ষেপ ও সমাজের সাহায্য নিয়ে পনপ্রথা দূর করা যাবে বা যেতে পারে । তিনি স্পষ্ট জানালেন তিনি পন দেওয়া ও নেওয়া পক্ষে নয় ।সেই কারনে তিনি তার ছেলেরর বিয়েতে বৌমার বাড়ি থেকে কোনো রকম পন নেননি। তিনি পনপ্রথাকে ঘৃনা যুক্ত সামাজিক অভিশাপ বলে মনে করেন ।

Case Study-2

নাম- অয়নদ্বীপ মাইতি

বয়স- ২৪ বৎসর

জাতি - সাধারন

ধর্ম - হিন্দু

শিক্ষাগত যোগ্যতা - উচ্চ -মাধ্যমিক

পেশা- কাপড় ব্যবসা

পরিবারে বার্ষিক আয় - ১,২০,০০০.০০ টাকা

আমাদের দেশে গত দেড় দশক আগেও যৌতুক বলতে সাধারনত বুঝাতো মেয়ে জামাইকে বিয়েতে নগদ কিছু টাকা, খাট-বিছানা, গহনা দিয়ে মেয়েকে সাজিয়ে দেওয়া ,যার সাধারন নাম হল 'পনপ্রথা। আর এই পনপ্রথা নিয়ে ক্ষেত্র সমীক্ষা করাকালীন পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অর্ন্তগত চন্ডীপুর এলাকার মুরাদপুর গ্রামে বসবাসকারী অয়নদ্বীপ মাইতি নামক এক যুবক যে তার বাবা, মা ও সে নিজে ওই গ্রামে বসবাস করে । যার পরিবারের মোট সদস্য সংখ্যা হল ৩জন এবং তাদের পরিবারটি হল একক পরিবার । তার বাড়ি ছিল পাঁকা আর তার পরিবারের প্রধান হল তার বাবা । তার ও তার বাবার পেশা হল ব্যবসায়ী । তাদের বার্ষিক আয় ১,২০,০০০.০০ টাকা। অয়নদ্বীপ মাইতি অবিবাহিত । যেহেতু সে বিয়ে করেনি সেহেতু তিনি পনও নেননি। কিন্তু বর্তমান সমাজে দাড়িয়ে সে পনপ্রথাকে সমর্থন করেননা । যেহেতি সে শিক্ষিত তাই সে মনে করেন যে পনপ্রথা বা পন দেওয়া ও নেওয়া দুটোই অপরাধ। সে মনে করেন যে পনপ্রথার জন্য একমাত্র দায়ী হল ছেলের পরিবার । কারন হিসাবে তিনি জানালেন যে তিনি মনে করেন বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে ঘড়ি, সাইকেল , মোটর সাইকেল রেডিও হলো প্রায় কমন যৌতুক দাবি, এসব দ্রব্য সামগ্রী কোন কোন পাত্রের বাবা-মা যে নিজেরা মোটেও কিনতে পারবেন না তা নয় তবে কিনলেও সেটা গোটা পরিবারের জন্য একসেট কেনে । কিন্তু একাধিক পুত্রসন্তান থাকলে তাই এই সব দ্রব্য সামগ্রী পাওয়ার সখ মিটাতে অনেক পাত্রই বিয়ের সময়টাকেই উপযুক্ত সময় বলে মনে করেন এবং পাত্রীর বাবা-মার কাছে ঐসব যৌতুক দ্রব্য দাবি করে। এমতাবস্থায় পাত্রের বাবা-মা নিজেরা অথবা ঘটক দ্বারা পাত্রীর বাবা-মায়ের কানে যা পৌছায় তা হল -'মেয়ে পছন্দ হয়েছে , বিয়ে হবে দায় দাবী তেমন নেই , তবে ছেলের বড় সখ --- এই একটি আব্দার আর কি। সে মনে করেন এই পনপ্রথাএমন একধরনের অভিশাপ যার ফলে প্রতি নিয়ত বিবাহ বিচ্ছেদ বেরে চলেছে। এমন নয় যখে শুধুমাত্র পনদিলেই মেয়েরা শ্বশুর বাড়িতে মর্যাদার অধিকারী হয়। অনেক সময় পন দেওয়ার পরও মেয়েরা নানা কারনে পরিবারের অত্যাচারের সম্মুক্ষীন হচ্ছে। তাই এই পনপ্রথাটা কেই যদি সমাজ থেকে চিরতরে উচ্চেদ করা যায় তবেই হয়তো আর কোনো বধূকোনদিন অ্যাচারিত হবে না শ্বশুর বাড়িতে। পনপ্রথার শিকার হওয়ার মূলকারন হচ্ছে অশিক্ষা। তাই নারীদের যদি উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করা যেতে পারে তবে সে কোনো কারনে অত্যাচারের সম্মুক্ষীন হলেও সে সেখান থেকে বেরিয়ে এসে নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী কিছু না কিছু করে যীবন যাপন করতে পারবে । আর অন্য কারোর উপর নির্ভরশীল হতে হবে না। তাই শিক্ষা বিস্তারের মধ্যেমেই এটা সম্ভব হবে বলে তিনি মনে করেন ।

Case Study-3

নাম- দিলীপ কুমার দাস

বয়স- ৫৬ বৎসর

জাতি - সাধারন

ধর্ম - হিন্দু

শিক্ষাগত যোগ্যতা - পঞ্চম পাশ

পেশা- কৃষক (কৃষিকাজ)

পরিবারে বার্ষিক আয় - ১,০০,০০০.০০ টাকা

বেকারত্ব ও দারিদ্র যৌতুক দাবির অন্যতম কারন। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অর্ন্তগত চন্ডীপুর এলাকার অবস্থিত মুরাদপুর গ্রামে 'পনপ্রথা নিয়ে নিয়ে একটি ক্ষেত্র সমীক্ষা করা কালীন সেই গ্রামে বসবাসী দীলিপ কুমার দাস জানালেন তার পরিবারটি হল একক পরিবার সেই পরিবারে তিনি তাঁর স্ত্রী ও দুই ছেলে আর এক মেয়ে বসবাস করন । অর্থ্যাৎ তার পরিবারের মোট সদস্য সংখ্যা হল ৫জন ।তাঁর পরিবারের প্রধান কর্তা তিনি নিজেই । তিনি পেশায় একজন কৃষক । কৃষিকাজ করেই তিনি তাঁর পরিবারটি চালান । তিনি ১৯৮০ সালে দেখাশোনা করে বিয়ে করেন ।যখন তিনি বিয়ে করেন তখন বয়স ছিল ২৫ বৎসর, এখন তার বয়স ৫৬ বৎসর। আর যখন তিনি বিয়ে করেন তখন তার বয়স ১৮ বৎসর ছিল। তিনি বিয়ের সময় কোনো রকম পন নেননি। বর্তমান সমাজে দাঁড়িয়ে তিনি পনপ্রথাকে সমর্থন করেননি। তিনি এই পনপ্রথার জন্য সমাজকে দায়ী বলে মনে করেন। তিনি বললেন যে যদি সমাজবাসী ও সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন কুসংস্কার তার মধ্যে একটি পনপ্রথা সমাজ থেকে বিচ্ছেদ করা যায় তবে হয়তো কোনো মেয়েই এই পনপ্রথার স্বীকার হবেনা। কিন্তু সমাজই যদি চায় এই প্রথা সমাজে কায়েম থাকবে তবে কোনোদিনই হয়তো এর প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসা কোনো মেয়ের পক্ষে সম্ভব হবে না। এর প্রভাবে কতনা পরিবার নস্ট হচ্ছে। আর ময়ের বিবাহ বনধনে আবদ্ধ হতে ভয় পায়। তিনি কোনো রকম ভাবে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে অত্যাচার করেননি বরং তাঁর সঙ্গে তার স্ত্রী সম্পর্ক বন্ধুত্বের মতো। তিনি তাঁর মেয়ের বিয়েতে ও কোনো রকম পন দেবেন না বলেছেন আর যদিও কোনো দিতেও হয় তবে তিনি সচেতনতা অবলম্বন করে দেবেন যাতে পরে তাঁর মেয়ের কোনো রকম অসুবিধা না হয়। তিনি পন দেওয়ার পক্ষ্যেও নয় আর নেওয়ার পক্ষ্যোও নয়। তিনি বললেন যে পাত্র যৌতুক দাবি করছে তাকেও আগামীতে তার বোন বা কন্যার বিয়েতে যৌতুকের দাবি মিটাতে হবে। অতএব যৌতুক দাবি করার পাশাপাসি যৌতুক প্রদানের জন্য ও সবাইকে প্রস্তুত নিতে হচ্ছে। এতে সবাই জৌতুকের শিকারে পরিনত হচ্ছে, যোতুক সমস্যার সমাধানে তাই সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি করা প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন, এই পনপ্রথার প্রভাবে অনেক মেয়েদের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও বাঁধার সম্মুক্ষীন হতে হয়, তাই সচেতনতার মাধ্যম্যে কিছু সর্তকতা অবলম্বন করে পনপ্রথা দুর করা যেতে পারে ।

Case Study-4

নাম- প্রতিমা মাইতি

বয়স- ৫০ বৎসর

জাতি - সাধারন

ধর্ম - হিন্দু

শিক্ষাগত যোগ্যতা - নেই

পেশা- কৃষক (কৃষিকাজ)

পরিবারে বার্ষিক আয় - ৪৮,০০০.০০ টাকা

যৌতুক দাবি করা মানসিক নিচতা ও দৈন্যতার লক্ষন, এই পনপ্রথা সম্পর্কে আরও তথ্য পাওয়ার জন্য আমরা একটি ক্ষেত্র সমীক্ষা করেছি। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অর্ন্তগত চন্ডীপুর এলাকার মুরাদপুর গ্রামে পনপ্রথা নিয়ে তথ্যের সন্ধানে আমরা প্রতিমা মাইতি নামক একটি মহিলার বাড়িতে যাওয়ায় তিনি প্রথমেই বললেন যেটা যে, আপনারা কোথা থেকে এসেছেন? উনার উত্তরে আমরা আমাদের পরিচয় উনার সামনে তুলে ধরলাম, তারপর বললাম যে, আমরা পনপ্রথা সম্পর্কে একটি সমীক্ষা করতে এসেছি। তারপর উনি আমাদের এক এক প্রশ্নের উত্তর দিলেন। উনার নাম প্রতিমা মাইতি, উনার স্বামীর নাম মনোজমাইতি, উনার পরিবারের কর্তা উনার স্বামী, উনার স্বামী পেশায় কৃষক । স্বামীর বয়স যখন ২৪ বৎসর ছিল এবং উনার বয়স ১৬ বৎসর তখন উনাদের বিয়ে হয়েছিল ১৯৮৯ সালে। এখন উনার বয়স ৫০বৎসর , পরিবারের মোট সদস্য সংখ্যা ৪জন, বার্ষিক আয় ৪৮০০০ টাকা । দেখাশোনা করে বিয়ে হয়েছিল উনার। উনার বিয়ের সময় পন দিতে হয়েছিল পন হিসাবে উনার বাবার বাড়ির লোকেরা নগত টাকা দিয়েছিলেন। বিয়ের পর পন্যের জন্য কোনো রকম অত্যাচার হয়নি উনার উপর এবং তিনি জানালেন যে স্বামী এবং শ্বশুর বাড়ির লোকেদের সঙ্গে সম্পর্ক খুবই ভালো। তিনি বর্তমান সমাজে দাঁড়িয়ে পনপ্রথাকে সমর্থন করেন নি। উনি বললেন পনপ্রথা অনেক সময় পরিবারের আর্থিক সংকোট মোচন সৃষ্টি করে। এর প্রভাবে সমাজে ক্রমশ বিবাহ বিচ্ছেদ বেড়ে চলেছে। এই পনপ্রথার জন্য দায়ী হিসাবে তিনি শ্বশুর বাড়ির লোকজনদের বুঝিয়েছেন। উনি বললেন এমন ও দেকা গিয়েছে যে, কোন কোন প্রাত্রের বাবা-মা বলেই বসেন, টাকা পয়সা খরচ করে ছেলেকে মানুষ করেছি না- যে সে কিছু পাবে না? তার মানে ছেলেকে পয়সা খরচ করে পড়িয়েছে বলেই যৌতুক দাবি করতে হবে? আর মেয়ের পরিবার কী বিনা পয়সা দিয়ে মেয়েকে মানুষ করেছে? এই ভাবনা যতদিন সমাজে প্রচলিত থাকবে ততদিন পর্যন্ত সমাজ থেকে পনপ্রথা দুর করা যাবে না। তাই যৌতুক বিহীন বিবাহের মাধ্যমে সমাজ থেকে এই প্রথা দূরীভুত করতে হবে। পনপ্রথার কারন হিসাবে তিনি মুলত অশিক্ষা, দারিদ্র এবং সামাজিক সচেতনার অভাবকে বুঝিয়েছেন । তার সঙ্গে এটাও বলেছেন যে, আমাদের সমাজে মহিলাদের ঐতিহ্যবাহী গৃহকর্মের আর্থিক মূল্য নিরুপন না করা। উনি পন দেওয়া ও নেওয়া দুটোই বিপক্ষে। আগামী দিনে যাতে আর কোন পরিবার পনপ্রথার শিকার না হয় সেই কারনে একজোট হয়ে অর্থ্যাৎ সমাজের মধেত বসবাসকারী প্রতিটি ব্যাক্তি সম্মিলিত ভাবে সভার মাধ্যমে, আইন সাহায্যের অধিকার গ্রহনের মাধ্যমে পনপ্রথা সমাজের থেকে সম্পূর্ন ভাবে দুর করা যাবে।

Case Study-5

নাম- আভাস চন্দ্র মাইতি

বয়স- ৫৪ বৎসর

জাতি - সাধারন

ধর্ম - হিন্দু

শিক্ষাগত যোগ্যতা - B.COM

পেশা- SHOP KEEPERS

পরিবারে বার্ষিক আয় - ৬,০০,০০০.০০ টাকা

পনবলির ঘটনা ভারতীয় সমাজে নারীর বা নারী জাতির মর্যাদা বিরোধী একটি ভয়াভয় ঘটনা। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অর্ন্তগত চন্ডীপুর এলাকার মুরাদপুর গ্রামে পনপ্রথা সম্পর্কে তথ্য সন্ধানের জন্য আমরা আভাস চন্দ্র মাইতি নামক একটি ভদ্রলোকের বাড়িতে গিয়েছিলাম, সেখানে গিয়ে জানতে পারলাম যে উনার পরিবারটি ছিল একক পরিবার যেখানে তিনি তাঁর স্ত্রী ও দুই ছেলে বসবাস করে । বাড়ির ধরন ছিল পাঁকা, উনার বয়স ৫৪ বছর তিনি ২৯ বৎসর বয়সে ১৯৮৪ সালে বিবাহ করেন এবং তখন তার স্ত্রী-র বয়স ছিল ১৫ বৎসর । দেখাশোনা করে উনি বিয়ে করেছিলেন। উনি পেশায় একজন SHOP KEEPER, বার্ষিক আয় - ৬,০০,০০০.০০ টাকা। বিয়ের সময় উনি কোনোরকম পন নেননি। তিনি পনপ্রথার জন্য দায়ী হিসাবে ছেলে পক্ষ ও মেয়ে পক্ষ উভয়ইকেই বুঝিয়েছেন । বর্তমান সমাজে দাঁড়িয়ে তিনি পনপ্রথাকে সমর্থন করেননি । তাঁর মতে যৌতুক সমস্যার অন্যতম কারন হলো আমাদের সমাজে মহিলাদের গৃহকর্মের অর্থনৈতিক গুরুত্ব অস্বীকার করা। যেসব মহিলা ঘরের বাইরে যেয়ে অর্থ উপার্যন করেন না তারা তাদের স্বামীর উপর নির্ভরশীল একজন পারিবারিক সদস্য বলেই মনে করা হয়। অথচ সংসারে সন্তান লালন-পালন, খাদ্য প্রক্রিয়া জাত করন, রান্না-রান্নাসহ সংসারের নানা কাজে ডুবে থাকতে হয়। যার ফলে মেয়েরা নানা কারনে পনপ্রথার শিকার হচ্ছে।যেহেতু উনার দুই ছেলে আছে কোনো মেয়ে সন্তান নেই সেহেতু তিনি বললেন যে আমার যদি কন্যা সন্তান থাকতেন তাহলে আমি আমার মেয়ের বিয়েতে কোনো রকম পন দিতাম না, আর এই প্রথাকে সমর্থন ও করব না কোনো সময়। বরং মেয়েকে এমন উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করতাম যে কখনও সে কোনো সমস্যার সম্মুখীন হলে সেখান থেকে বেরিয়ে আসার পথ সে নিজেই বের করে নিতে পারত। তিনি পন দেওয়াকেও যেমন সমর্থন করেন না তেমন পন নেওয়াকেও সমর্থন করেন না। তিনি বললেন কেবল মাত্র শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমেই পনপ্রথাকে সমাজ থেকে দুর করা যাবে। কারন যখন মেয়েরা উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হবে তখনই সে তার জীবনের মধ্যে কোনটা ঠিক আর কোনটা ভূল সেটা বিচার বিশ্লষন করতে পারবে, আর পনপ্রথার মতো আরও কত কুসংস্কারের প্রতি উঠে দাড়াতে পারবে। পনপ্রথা সমাজে এমনই একটি জলন্ত বিষয় যা কোথাও না কোথাও নারী ধ্বংসের কারন হয়ে উঠেছে। এর ফলে এই প্রথা নানা কারনে মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার বাঁধা হয়ে দাড়ায়। এই পনপ্রথার প্রভাবে সমাজে কতনা বধূ নির্যাতন হচ্ছে, হচ্ছে কত না বধূর মৃত্যু, তাই ভবিষ্যতে যাতে এর পরিমানটি সমাজ থেকে কমানো যায় তার জন্য আমাদের সকলকে সচেতন হয়ে উঠতে হবে। আর এই সচেতনার মধ্যমেই দুর করতে হবে এই পনপ্রথা।

Case Study-6

নাম- সম্পা মাইতি

বয়স- ৩২ বৎসর

জাতি - সাধারন

ধর্ম - হিন্দু

শিক্ষাগত যোগ্যতা - H.S PASS

পেশা- SERVICE

পরিবারে বার্ষিক আয় - ২,৪০,০০০.০০ টাকা

পনের দাবি-দাওয়া জনিত লাঞ্ছনা ও পীড়নের কারনে বিপন্ন গৃহবধূ আত্মহত্যার পথ বেছেনেয়। সামাজিক সমস্যা হিসাবে এর আমানবিক প্রকৃতি মর্মান্তিক । এই পনপ্রথা সম্পর্কে আরও বিস্তারিত ভাবে জানার উদ্দেশ্যে পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় অন্তর্গত চন্ডীপুর এলাকার মুরাদপুর গ্রামে সম্পা মাইতি নামক মহিলাটির বাড়িতে গেলাম প্রথমেই তিনি তার পরিচয় আমাদের সামনে তুলে ধরলেন এবং আমরাও আমাদের পরিচয় দিয়ে সমীক্ষাটি শুরু করলাম । সম্পা মাইতির পরিবারটি ছিল একক পরিবার। সেই পরিবারে তিনি তার স্বামী এবং এক ছেলে ও এক মেয়ে বসবাস করেন । তাদের বাড়িটি ছিল পাঁকা। তার পরিবারের প্রধান কর্তা হলেন তার স্বামী। যিনি বর্তমানে কাজের সুত্রে বাইরে থাকেন। তিনি এক কোম্পানীতে কাজ করেন। তাদের বার্ষিক আয় হল ২,৪০,০০০.০০ টাকা। সম্পা মাইতি তিনি H.S PASS করেন । এবং ১৮ বছর বয়সে তার বিয়ে হয়ে জায় ২০০৮ সালে তখন স্বামীর বয়স ছিল ২৯ বছর। বিয়ের সময় উনার বাবার বাড়ি থেকে পন দিতে হয়েছিল। পন হিসাবে জিনিস পত্র তথা সোনার গহনা দিতে হয়েছিল। বিয়ের পর পনের জন্য তার ওপর শারীরিক ও মানসিক কোন রকমই অত্যাচার হয়নি, এবং বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়েও কোনো রকম সমসার সম্মুক্ষীন হতে হয়নি। বর্তমান সমাজে দাঁড়িয়ে তিনি পনপ্রথাকে সমর্থন করেননি। তিনি এই প্রথার জন্য ছেলে ও মেয়ে উভয় পক্ষকেই দোষী শিকার করেছেন। পন দিলেই যে শুধুমাত্র মেয়েরা শ্বশুর বাড়িতে বেশি মর্যাদা পায় তা নয় বরং দেখা গেছে যে সম্পূর্ন পন দিতে না পারার কারনে বিবাহ বিচ্ছেদ বাড়ছে। তিনি এটাও বলেছেন যে তিনি তার মেয়ের বিয়েতে কোনো রকম পন দেবেন না। মেয়েকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করে স্বনির্ভর যোগ্য করে মোটামোটি ২২ বছর বয়সে বিয়ে দেবেন। তিনি পন দেওয়া ও নেওয়া কোনটাকেই সমর্থন করেন নি। তিনি যৌতুক প্রদানের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারন হিসাবে বলেছেন যে নারী শিক্ষার অভাব, কারন আমাদের সমাজে শিক্ষিত ও চাকরিজীবি কন্যার পিতামাতার কাছে খুব কমক্ষেত্রেই পাত্রের বাবা-মা যৌতুক দাবী করেন। পক্ষান্তরে, অশিক্ষিত, স্বল্পশিক্ষিত এবং চাকরিজীবি নয় এমন পাত্রীর বাবা-মাকেই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যৌতুকের দাবি মিটাতে হয়। তাই যৌতুক সমস্যার নিরসন করতে হলে মহিলা শিক্ষার প্রসার এবং মহিলা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। দেশের মহিলা সমাজের শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারলে আর যৌতুক দাবি উঠবে না। এই প্রথার ফলে এমনঅনেক বাব-মা আছেন যারা কন্যা সন্তান জন্ম দিতে চায় না। আবার অনেক সময় পনপ্রথা মেয়েদের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এর ফলে কত বধূ নির্যাতিত হচ্ছে এবং হচ্ছে কত বধূ হত্যা। তাই এর প্রসার কমাতে হলে আমাদের প্রথমেই শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে এবং এই প্রসার ঘটলে ধীরে ধীরে পনপ্রথাকে সমাজ থেকে বের বা দূর করা সম্ভব হবে।

Case Study-7

নাম- মুনমুন মাইতি

বয়স- ৩৫ বৎসর

জাতি - সাধারন

ধর্ম - হিন্দু

শিক্ষাগত যোগ্যতা - EIGHT PASS

পেশা-দিন মজুরী

পরিবারে বার্ষিক আয় - ৩৬,০০০.০০ টাকা

পনপ্রথা সমস্যাটি কন্যার মাতা-পিতা, সমাজ সেবক জনপ্রতিনিধি, পুলিশ, আইন, আদালত-বস্তুত সমগ্র সমাজের মাথা ব্যাথার কারন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এই সমস্যার নিবারনের উপায়ের সন্ধানে আমরা পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অর্ন্তগত চন্ডীপুর এলাকার মুরাদপুর গ্রামে ক্ষেত্র সমীক্ষার উদ্দেশ্যে মুনমুন মাইতি নামক মহিলার বাড়িতে যাই, যার বয়স ছিল ৩৫ বছর, ধর্ম হিন্দু এবং জাতি জেলারেল। তার পরিবারের মোট সদস্য সংখ্যা হল ৪জন। সেখানে তিনি , তার স্বামী, শ্বশুর শ্বাশুড়ী থাকেন, এখনও পর্যন্ত তাদের বাড়িতে কোন সন্তান নেই। তাদের পরিবারটি ছিল একক পরিবার। তার পরিবারের প্রধান কর্তা হলেন তাঁর স্বামী। স্বামী পেশায় দিন মজুরী কাজ করেন। তিনি ক্লাস অষ্টম শ্রেনি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন ।তারপর ১৫ বছর বয়সে তার বাবা-মা দেখাশোনা করে বিয়ে দেন। যখন তিনি বিয়ে করেন তখন তাঁর স্বামীর বয়স ছিল ২০ বছর তাঁর বিয়ের সময় তাঁর বাবা-মাকে পন দিতে হয়েছিল। পন হিসাবে জিনিস পত্র যেমন - গহনা, বিছানা সাজ, ইত্যাদি। কিন্তু বিয়ের পর তার ওপর কোন রকম অত্যাচার হয়নি। এমন ও কী এখনও পর্যন্ত যে তার কোন সন্তান নেই সেই কারনেও তার শ্বশুর বাড়ি কোনো রকম লাঞ্ছনা দেন না।শ্বশুর-শ্বাশুড়ী ও স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক ভালো। বর্তমান সমাজে দাঁড়িয়ে তিনি পন প্রথাকে সমর্থন করেন না। পনপ্রথার জন্য দায়ী হিসাবে তিনি সমাজকেই গন্য করেছেন। তিনি বললেন নারী-পুরুষের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরন যৌতুক প্রথার আরো একটি অন্যতম কারন। যেমন -পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে পাত্রীর বংশ, শিক্ষা, পাত্রীর গায়ের রং ইত্যাদি বিচার করা হয়। অন্যদিকে পাত্র বিচারের ক্ষেত্রে অন্য সব যেমন বংশ, শিক্ষা, আর্থিক সংগতি বিবেচনা করা হলেও পাত্রের গায়ের রং, চেহারা তেমন বিবেচনা করেন না। তাই দেখা যাচ্ছে যে কম আকর্ষনীয় চেহারার পাত্রীর চাহিদা কম আর এই অবস্থাতেই বাবা-মাকে যৌতুক দিয়ে সুলএস্থ করতে বাধ্য হন । দেখা যাচ্ছে সম্পূর্ন পন দেওয়ার পরও মেয়েরা নানা অত্যাচারের শিকার হচ্ছেন আর অবশেষে দেখা যাচ্ছে তারা একে ওপর ওই বিবাহ বন্ধনে থাকতে চায় না ফলে সমাজে বিবাহ বিচ্ছেদ বেড়ে চলেছে। তিনি বললেন তাঁর কন্যা সন্তান হলে তিনি তার মেয়ের বিয়েতে কোন রকম পন দেবেন না এবং মেয়ের বিয়ে কমপক্ষে ২০ বছর বয়সের উর্দ্ধে দেবেন। তিনি বললেন সমাজে পনপ্রথা দুর করা যাবে সেটা একমাত্র সম্ভব শিক্ষাবিস্তারের মাধ্যমে । কারন শিক্ষাই হল এমন এক মাধ্যম যা বিভিন্নকু-সংস্কারের প্রতি হাতিয়ার হয়ে দাঁড়াবে। তিনি পন দেওয়া ও নেওয়ার দুটোই পক্ষে নয়। কারন পন দেওয়া ও নেওয়া দুটোই অপরাধ। পনপ্রথার প্রভাবে কত বধু হত্যা হচ্ছে, কত বধু নির্যাতন হচ্চে আর তারা প্রতিনিয়ত শারীরিক ও মানসিক চাপের মধ্যে দিয়ে দিন কাটাচ্ছে, তাই আমাদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সামাজিক সচেতনতার মাধামে আইনি ব্যবস্থার হাত ধরে এই প্রথাকে সমাজ থেকে বিতাড়িত করা।

Case Study-8

নাম- সমরেন্দ্র গিরি

বয়স- ৪৪ বৎসর

জাতি - সাধারন

ধর্ম - হিন্দু

শিক্ষাগত যোগ্যতা - NINE PASS

পেশা-চাষ-বাস

পরিবারে বার্ষিক আয় - ১,২০,০০০.০০ টাকা

পনপ্রথাকে কেন্দ্র করে বধূনিপীড়ন, দৈহিক ও মানসিক নির্যাতন , হত্যা, আত্মহত্যা, বিবাহ-বিচ্ছেদের মতো ঘটনা প্রায় প্রতিদিনিই সংবাদ মাধ্যমে জায়গা করে নিচ্ছে। পনপ্রথা নিয়ে আমরা পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অর্ন্তগত চন্ডীপুর এলাকর মুরাদপুর গ্রামে যে ক্ষেত্র সমীক্ষাটি করেছি তার উত্তরে সমরেন্দ্র গিরি জানালেন যে তিনি সেখানকারই এক বাসিন্দা। তার বয়স ৪৪ বছর তিনি পেশায় একজন কৃষক। তিনি বার্ষিক ১,২০,০০০.০০ টাকা আয় করেন । তিনি ক্লাস নবম শ্রেনি পর্যন্ত পড়াশুনা করেছেন। তার পরিবারের মোট সদস্য সংখ্যা ৩ জন। তিনি তার স্ত্রী ও এক ছেলে। তার পরিবারটি একক পরিবার। তিনি ২০১০ সালে বিবাহ করেন যখন তার বয়স ছিল ৩১ বছর এবং তার স্ত্রীর বয়স ১৯ বছর। তিনি তার বিয়েতে কোন রকম পন নেননি এবং এই পনের জন্য তিনি বা তার বাব-মা তার স্ত্রীর ওপর কোনো রকম অত্যাচার করেননি। তিনি বর্তমানে পনপ্রথাকে সমর্থন করেননি। তিনি প্নপ্রথাকে সামাজিক অভীশাপ বলে মনে করেন। তিনি বলেন পনপ্রথার জন্য দায়ী ছেলের পিতা-মাতা, আবার তিনি এটাও বলেন যে অতিরিক্ত জনসংখ্যা, অশিক্ষা, দারিদ্রতা ও পনপ্রথার একমাত্র কারন। বর্তমান ভোগবাদী সমাজের মানুসের লোভ লালসার অন্তনেই বহু পাত্র এবং তাদের পরিবার বিবাহকে একটি লাভজনক অনুষ্ঠান হিসাবে গ্রহন করেছে। তাই পন দেওয়া নেওয়া মতো কুপ্রথা আধুনিক সমাজেও ভাল ভাবেই টিকে আছে। যার ফলে কন্যা সন্তানকে দায় হিসাবে দেখা হয় বলে তিনি মনে করেন। তার মতে পন দিলেও মেয়েরা শ্বশুর বাড়ীতে অত্যাচারের শিকার হয় , আর পন না দিলেও হয়। তাই আমাদের দরকার পনপ্রথাকেই একেবারে সমাজ থেকে উচ্ছেদ করার, কারন এই প্রথা যত দিনই আমাদের সমাজে প্রচলিতথাকবে তত দিনই কোন না কোন মেয়ে অত্যাচারের শিকার হবে, তাই এর বিরুদ্ধে আমাদের উঠে দাঁড়াতে হবে। তিনি আরও বললেন যে তিনি তার ছেলের বিয়েতে কোন রকম পন নিবেন না। এই প্রথা এমনই এক জলন্ত বিসয় যা কোথাও না কোথাও মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বাঁধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তিনি পন দেওয়া ও নেওয়া দুটোই অপছন্দ করেন। এই প্রথার ফলে কত বধু তার জীবন নসঠ করতে আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে। তাই আমাদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করা। এই প্রথা সমাজ থেকে দুর করা যাবে একমাত্র সচেতনা অবলম্বন করে ও মেয়েদের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করার মাধ্যমে। শুধুমাত্র শিক্ষাগ্রহন করলে হবে না তাদের কর্মসংস্থানের পথ ও প্রশস্থ করতে হবে। যাতে করে মেয়েরা কমবয়সে বিবাহ বন্ধকরে, এবং নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে পারে আর এই প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে পারে।

Case Study-9

নাম- শ্রাবনী সাঁতরা

বয়স- ৩২ বৎসর

জাতি - সাধারন

ধর্ম - হিন্দু

শিক্ষাগত যোগ্যতা - B.A PASS

পেশা-ব্যাবসা

পরিবারে বার্ষিক আয় - ২,৪০,০০০.০০ টাকা

পুরুষশাসিত সমাজে নারী পুরুষের অসম সামাজিক মর্যাদার সুযোগে অনেক কাল থেকেই পনপ্রথা ভারতীয় সমাজে শিকড় গেড়ে আছে , তাই সামাজিক মর্যাদার উপায় হিসাবে আমরা মুরাদপুরে একটি ক্ষেত্র সমীক্ষা করেছি। সমীক্ষা করা কালীন আমরা সেখানকার অধিবাসী শ্রাবনী সাঁতরা নামে এক মহিলার বাড়িতে গিয়ে জানলাম যে তার বয়স ৩২ বছর তিনি ২০ বছর বয়সে বিবাহ করেছেন ২০০৯ সালে তখন তার স্বামীর বয়স ছিল ২৪ বছর । তার পারিবারটি হচ্ছে একক পরিবার, আর পরিবারেরর মোট সদস্য সংখ্যা ৫জন। তাদের বাড়িটি ছিল পাঁকা-বাড়ি, পরিবারেরপ্রধান কর্তা তার স্বামী। যিনি পেশায় একজন ব্যবসায়ী। আর তাদের বার্ষিক আয় ২,৪০,০০০.০০ টাকা। তিনি একজন শিক্ষিত মহিলা। উনার বিয়ের সময় উনার পিতার পরিবার থেকে কোনো রকম পন দিতে হয়নি উনার শ্বশুর বাড়িতে আর বিয়ের পরও উনার ওপর পনের জন্য কোনো রকম অত্যাচার হয়নি। শ্বশুর বাড়ির সঙ্গে উনার সম্পর্ক খুবই ভালো। তিনি বর্তমান সমাজে দাঁড়িয়ে পনপ্রথাকে সমর্থন করেননি। তিনি সমাজকে এই প্রথার জন্য একমাত্র দায়ী করেছেন। তিনি বলেন পড়াশুনা করতে করতে বয়স হয়ে গেলে অনেক সময় কন্যার জন্য যোগ্য পাত্র পাওয়া সমস্যা হয়ে যায় এবং পেলেও উপযুক্ত পরিমানে যৌতুক দিতে হয়। সমাজে নানা জন নানা কথায় মেয়ের বাবা-মাকে এমনকি মেয়েকে সমালোচনা করে। মূলত এমতাবস্থায় মেয়ের পিতামাতা কন্যা দায়গ্রস্ত হন যৌতুকের দাবি পূরন করে হলেও তখন তারা কন্যাকে পাত্রস্ত করেন, পাত্রস্ত করতে বাধ্য হন। আর পন এমনই এক প্রথা যা দিতে না পারলেঅনেক সময় বিয়ের দিনই অনেক মেয়ের বিবাহ ভেঙ্গে যায়। আবার পন দিলেই যে মেয়েরা শ্বশুর বাড়িতে বেশি মর্যাদা পায় তা নয়। পনপ্রথা হচ্ছে একটি ঘৃনাযুক্ত সামাজিক অভিশাপ। কীভাবে এই সামাজিক সচেতনতা সৃষ্ঠি করা যায়? সামাজিক সচেতনতা সৃষ্ঠি করতে সব ধরনের গনমাধ্যমের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। সভা, সেমিনার ও ওয়ার্কশপের ব্যবস্থা করে যৌতুকের দাবি নিন্দা এবং যৌতুক প্রদানকে নুরুৎসাহিত করতে হবে। তিনি পন দেওয়া ও নেওয়াকে সমর্থন করেন না। ১৯৯২ সালের তথ্য অনুযায়ী ভারতীয় সমাজে প্রতি ১ঘন্টা ৪২ মিনিটে পনের কারনে একটি বধূ হত্যা সংঘটিত হয়েছে। কিছু কিছু মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরী করতে পারলেও সাধারন ভাবে বলতে গেলে পনপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন ও আইন আশানুরুপ সাফল্য লাভ করতে পারব। অনেক ক্ষেত্রে পনের কারনে মৃত্যু না ঘটলেও বধূ নিয়মিত ভাবে নির্যাতিতা হন। পনপ্রথা নিবারন করত শুধুমাত্র আইন প্রবর্তনই যথেস্ট নয়। পনপ্রথা বিরিধী সামাজিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পাশাপাশি শিক্ষামূলক ও সামাজিক নিয়ন্ত্রন মূলক পদক্ষেপ গ্রহন করা প্রয়োজন।

Case Study-10

নাম- মদন দাস

বয়স- ৬০ বৎসর

জাতি - সাধারন

ধর্ম - হিন্দু

শিক্ষাগত যোগ্যতা -নেই

পেশা-চাষবাস

পরিবারে বার্ষিক আয় - ৩৬,০০০.০০ টাকা

ভারতবর্ষে নারী নির্যাতনের অন্যতম প্রধান কারন হল পনপ্রথা, আর এই পনপ্রথা সম্পর্কে তথ্য পাওয়ার জন্য আমরা পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অর্ন্তগত চন্ডীপুর এলাকার মুরাদপুর গ্রামে ক্ষেত্র সমীক্ষায় মদন দাস নামক এক বয়স্ক ব্যাক্তির বাড়িতে গেলাম, সেখানে গিয়ে জানলাম যে তিনি যেই বাড়িটিতে আছেন সেই বাড়িটি তাদের নিজের নয়। তারা তাদের বাড়িতে থাকেন আর তার দাদা থাকেন কাজের সুত্রে অন্য এক জায়গায়, ঐকানে এনাদেরকে বাড়িটি দেখা শোনার জন্য রেখে গেছেন, যাই হোক এখন এই বাড়িটিতে উনি আর উনার স্ত্রী থাকেন, উনার পরিবারটি একক পরিবার, মোট সদস্য সংখ্যা ২জন। কারন উনাদের কোন সন্তান নেই, উনি চাষবাস করে দিন কাটান, ২৬ বছর বয়সে ১৯৮৪ সালে উনি বিয়ে করেন। তখন উনার স্ত্রীর বয়স ছিল ১৬ বছর। উনি পড়াশুনা করেনি। উনি উনার বিয়েতে পন নিয়েছিলেন। পন হিসাবে একটি আংটি নিয়েছিলেন। কিন্তু বিয়ের পর পনের জন্য কোন রকম অত্যাচার করেননি। উনাদের কোন সন্তান না থাকা সত্ত্বেও উনি আর উনার স্ত্রী খুব ভালো আছেন। আর এই কারনে উনি উনার স্ত্রীকে কোন দিনই দোষী বলে মনে করেননা। বর্তমান সমাজে দাঁড়িয়ে উনি পনপ্রথাকে সমর্থন করেননি। তিনি বললেন পনপ্রথার জন্য একমাত্র দায়ী ছেলের বাবা-মা, পন দিলেও মেয়েদের অহিংসার শিকার হতে হয় বলে উনি বললেন। উনাদের যি কন্যা সন্তান থাকত তাহলে উনি কোন পন দিতেন না আর মেয়েকে অনেক পাড়াশুনা করাতেন। যাতে সে ভবিষ্যতে কোন সমস্যার সম্মুক্ষীন না হয়, এই প্রথার কারনে অনেক মেয়েরা বিয়ে করতে চায় না। ফলে বিবাহ বিচ্ছেদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে, উনি পন দেওয়া ও নেওয়া দুটোই বিপক্ষে, উনি বললেন সমাজে পনপ্রথা দুর করা যাবে সচেতনতার মাধ্যমে, আইন ব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে।

চতুর্থ অধ্যায়

সারাংশ ও উপসংহার

(Substance & Conclusion)

এই অধ্যায়টিতে পুরো গবেষনা লব্ধ পদ্ধতিটি সারাংশ ও উপসংহারের মাধ্যমে সম্পূর্ন করতে চলেছি। এই গবেষনা লব্ধ প্রবন্ধটি চারটি অধ্যায়ের মাধ্যমে সমাপ্ত করা হয়েছে। এই চারটি অধ্যায় হল.....

১. প্রথম অধ্যায়
   ভূমিকা
২. দ্বিতীয় অধ্যায়
   প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষন
৩. তৃতীয় অধ্যায়
   জীবন বৃত্তি
৪. চতুর্থ অধ্যায়
   সারাংশ ও উপসংহার

প্রত্যেকটি অধ্যায়ের মূল বক্তব্যগুলিকে নিম্নে লিপিবদ্ধ করলাম ।
আমি একজন অনুসন্ধানকারী হিসাবে প্রথম অধ্যায়ে প্রথমে তার ভূমিকা আলোচনা করেছি। পনপ্রথা যে একটি সামাজিক সমস্যা তা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। তারপর পনপ্রথা সংঞ্জা, প্রকারভেদ, পনপ্রথার ইতিহাস ও তার বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিস্থারিতভাবে আলোচনা করেছি। শুধু তাই নয় পুস্তক পর্যালোচনা ও করেছি। আবার গবেষনার উদ্দেশ্যকেও তুলেধরেছি, আমাদের এই ক্ষেত্র সমীক্ষাটি করার মূল উদ্দেশ্য ছিল যে পনপ্রথা আমাদের সমাজে কতখানি বিস্থারিত হয়েছে আর তার ফলস্বরুপ কী ঘটছে সমাজে, গবেষনা করতে গিয়ে যে সকল অসুবিধার সম্মুক্ষিন হয়েছি তা আমি একজন অনুসন্ধানকারী হিসাবে সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টি কোন থেকে তা বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছি এই প্রথম অধ্যায়ের মাধ্যমে ।

এই গবেষনা লব্ধ প্রবন্ধটির দ্বিতীয় অধ্যায়ে মুরাদপুর গ্রামে আমরা যে ক্ষেত্র সমীক্ষা করতে গিয়েছিলাম সেখানে আমরা একটি Schedule and Questionnaire তৈরী করেছিলাম । সেখানে র্সবোমোট ৪৩ টি Question ছিল এবং গবেষনামূলক প্রশ্ন গুলো উত্তর দাতাকে প্রশ্ন করার সময় আমরা যে উত্তর গুলো সংগ্রহ করেছি সেই উত্তর গুলোকে আমরা এখানে ১১টি সারনির মাধ্যমে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে ডায়াগ্রামের মাধ্যমে বিশ্লেষন করেছি। আমরা যা দেখিয়েছি সংক্ষেপে সেই তথ্যগুলো

হল ....উত্তর দাতার সংখ্যা, জনসংখ্যা, উত্তর দাতার বয়স, জাতি, ধর্ম, পেশা, উত্তর দাতার উপার্জন, বাড়ীর ধরন, পরিবাবের ধরন, শিক্ষা, বিবাহের বয়স, যৌতুকের উপকৌশল প্রভৃতি।

তৃতীয় অধ্যায়ের আমি মুরাদপুর গ্রামে যে সব উত্তর দাতাদের কাছ থেকে উত্তর সংগ্রহ করেছি তাদের প্রত্যেকেরই জীবনবৃত্তি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আমি ১০টি পরিবারের জীবনবৃত্তি এখানে তুলে ধরেছি। ১১ই ফেব্রুয়ারী থেকে ১৪ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত উত্তর দাতাদের জীবন সম্পর্কে আমি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষন করেছি যাকে Methodology র ভাষায় বলা হয় Case -Study একটি Case -Study এর সঙ্গে অন্য Case -Study diference রয়েছে। সবারই একই রকম জীবন তা কিন্তু নয়। উপসংহারে যে সকল বিষয় গুলোর উপরে আমরা আলোকপাত করেছি তার অন্যতম হল যে পনপ্রথার কারন ও ফলাফল।অনুসন্ধান করে যে সকল তথ্যগুলো পেয়েছি , সে সকল তথ্য গুলোকে বিশ্লেষন করে যে কারন গুলো আমরা পেয়েছি সেই কারনগুলোকে নিম্নে বিস্তারিত ভাবে আলোচনার মাধ্যমে তুলে ধরেছি।

আমাদের সমাজে অনেক বাবা -মা ই এখন কন্যার বিয়েতে পাত্রের যৌতুক দাবি মিটাতে বাধ্য হচ্ছেন , অথবা যৌতুক প্রদানে অঙ্গীকার বদ্ধ হচ্ছেন । কখনো সে অঙ্গীকার পূরন করতে পারছেন, কখনো বা আর্থিক সামর্থ্যের অভাবে সে অঙ্গীকার পূরনে ব্যর্থ হচ্ছেন , এই ব্যর্থতা অনেকের জন্যই করুন পরিনতি ডেকে আনছে। যৌতুক তাই এক বিরাট সামাজিক সমস্যা এক অভিশাপ তথা দুরারোগ্য ব্যাধিতে পরিনত হয়েছে। যৌতুক দাবি মিটাতে তারা বাধ্য হচ্ছেন কেন ? কোনো সামাজিক বাস্তবতা যৌতুক প্রদানে পাত্রীর বাবা-মাকে বাধ্য করছে? পুরুষ ও মহিলাদের প্রতি সমাজের বৈষম্য মূলক আচরন যৌতুক প্রদানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ন কারণ।

(ক) আমরা প্রায়ই শুনি কন্যা দায়গ্রস্ত পিতা মাতার কথা, অথচ পুত্র দায়গ্রস্ত হওয়ার কথা শোনা যায় না। কন্যা সন্তানকে বয়স প্রাপ্তির পর যথা সময়ের মধ্যে সুপাত্রস্ত করা হোক , কন্যার বাবা -মার কাছে এটাই হলো সমাজের সুস্পষ্ট তবে নীরব দাবি। এই দাবির মধ্যে যৌক্তিকতা নেই এমন নয় , কন্যা দায়গ্রস্ত সব পিতা মাতাই সমাজের ওই দাবি পুরনে যথাসাধ্য চেষ্টাই করেন । তথাপি কেউ বা সহজেই পারেন কেউ বা সহজে পারেন না । সহজে না পারার কারন বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম। যেমন -বিয়ের বয়স সীমা জনিত সমস্যা। আমাদের সমাজে মেয়েদের বিয়ের বয়স সীমা পুরুষের তুলনায় কম । মেয়েদের নির্দিষ্ট বয়সসীমা যেমন- শহরে শিক্ষিত মেয়েদের ক্ষেত্রে ১৫ থেকে ২৫ বা ২৭ বৎসরের মধ্যে এবং গ্রামের অশিক্ষিত মেয়েদের ক্ষেত্রে যৌবন প্রাপ্তির পর যথাশ্রীঘ্র(১৪ থেকে ১৮) বিয়ে দিতে হয় সমাজে এটাই আশা করে।

(খ)চিরকুমার থাকাটা সমাজ যতটা অপছন্দ করে নানা কারনে চিরকুমারী থাকাটাকে সমাজে তার চেয়ে ঢের বেশি অপছন্দ করে। পুরুষ ও মহিলাদের প্রতি এরুপ বৈষম্যমুলক দৃষ্টি ভঙ্গির কারনে কন্যার পিতামাতা নিজেদেরকে কন্যা দায়গ্রস্ত মনে করেন এবং কন্যাকে যৌতুক সহ পাত্রস্ত করতে পারলেও

যেন স্বস্তি পান। অথচ অনেকেই যৌতুকের দাবি মিটাতে অতটা আর্থিক সার্মথ্য রাখেন না এবং যৌতুক প্রদানের অঙ্গীকার সবাই সর্বদা পালন করতে পারেনা। প্রায়ই এর পরিনতি ভয়াবহ রুপ নেয়।

(গ) নারী ও পুরষের প্রতি বৈষম্য মূলক আচরন যৌতুক প্রথার আরো একটি অন্যতম কারন। যেমন -পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে পাত্রীর বংশ, শিক্ষা, পাত্রীর বাবা-মার আর্থিক অবস্থার পাশাপাশি পাত্রীর গায়ের রং, চেহারা ঔ দৈহিক গুনের চুলচেরা বিচার করা হয়। পক্ষান্তরে , পাত্র বিচারের ক্ষেত্রে অন্যসব যেমন - বংশ, শিক্ষা, আর্থিক সঙ্গতি বিবেচনা করা হলেও পাত্রের রং, চেহারা সমাই তেমনি বিবেচনা করেন না। তাই দেখা যায়, কম আকর্ষনীয় চেহারার পাত্রীর চাহিদা কম এবং এ অবস্থায় অনেক বাবা-মা তাদের স্নেহ লালিত কন্যাকে যৌতুকসহ সুপাত্রস্থ করতে বাধ্য হন।

(ঘ) যৌতুক প্রদানের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ন কারন হলো নারী শিক্ষার অভাব এবং নারী সমাজের কর্মসংস্থানের অভাব, পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে, আমাদের সমাজে শিক্ষিতো চাকরিজীবী কন্যার পিতামাতার কাছে অতিকম ক্ষেত্রেই কোন পাত্র বা পাত্রের বাবা-মা যৌতুকের দাবি করেছে, পক্ষান্তরে, অশিক্ষিত , স্বলপ শিক্ষিত এবং চাকরিজীবী নয় এমন পাত্রীর বাবা-মাকেই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে যৌতুকের দাবি মিটাতে হয়।

(ঙ) যৌতুকের আরো একটি উল্লেখযোগ্য কারন হলো আমাদের সমাজে মহিলাদের ঐতিহ্যবাহী গৃহকর্মের আর্থিক মুল্য নিরুপন না করা এবং সেটার স্বীকৃতি না দেওয়া। বস্তুত একটি পরিবারের গৃহকর্তী গৃহকর্তার চেয়ে বরং বেশি সময় ধরেই কাজকর্ম করেন। এ কাজগুলো প্রত্যক্ষ্যভাবে অর্থ আনে না ঠিকই, কিন্তু এগুলো গৃহিনীরা যদি না করতেন তবে সেগুলো প্রচুর অর্থ ব্যায়ে কারা লাগতো। আমাদের সমাজে , পরিবার জীবনে স্ত্রী-পুরুষভেদে শ্রম বিভাগ তথ্য মহিলাদের গৃহকর্মের মুল্যের সামাজিক স্বীকৃতির অভাবে অনেকেই মহিলাদের উপার্জনক্ষম সদস্য মনে করবেন না, কেবল ঘরের বাইরে গিয়ে নগদ অর্থে বেতনের বিনিময়ে চাকরি করলে , ব্যবসায় বানিজ্য বা কৃষিকাজ করলে তাকে Earning Member মনে করা হয়। নারী সমাজের শ্রমের এরুপ মূল্যায়ন যৌতুকের জন্য কম দায়ী নয়।

মূলত আমাদের দেশের সর্বস্তরে মেয়েদের পশ্চাৎপদতার কারনে সমাজে তাদের মর্যাদা কম এবং অবস্থান ও বেশ দূর্বল। সে কারনে বিয়ের সময় যৌতুক প্রদানের বাধ্য বাধকতা সহ যত রকমের ত্যাগ স্বীকার, সুযোগ সুবিধার বঞ্চনা কষ্ট বা দুর্ভোগ পোহানোর ব্যাপার আছে তার সবকিছুই মেয়েদের জন্য নির্ধারিত।

অতএব, আমরা যৌতুককে যে যেভাবেই যতটা সমালোচনা করিনা কেন এটা একটা সামাজিক প্রথা না হলেও ফ্যাসানে পরিনত হয়েছে, সে কথা বলার আর অপেক্ষা রাখে না। অথচ এর কুফল আমরা প্রতিনিয়ত ই লক্ষ্য করছি। মনে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, এসমস্যা থেকে সমাজকে রক্ষা করার উপায় কি?

উল্লেখিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে , এটি একটি সামাজিক কুপ্রথা , এই কুপ্রথাকে বন্ধ করার জন্য একজন অনুসন্ধানকারী হিসাবে আমি মনে করি এই কুপ্রথা বন্ধ করার জন্য নিম্নলিখিত উপায় গুলি অবলম্বন করা উচিত বলে আমার মনে হয়। যথা,--
প্রথমত , যৌতুক সমস্যা সমাধানে প্রধান কাজ হবে যে যৌতুকের দাবির বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা । বস্তুত যৌতুক দাবি ও যৌতুক গ্রহনকে নীচতা , ভীরুতা ও কাপুরুষতা কাজ বলেও অনেকে মনে করেন । যৌতুক দাবী ও গ্রহন করনে সামাজিক মর্যাদা অর্জনের পরিপন্থিমূলক কাজ বলেও অনেকে মনে করেন । যোতুক দাবী , গ্রহন কেবল যে বেআইনি নয়, যৌতুক গ্রহন যে সমাজের দষ্টিতে নিন্দনীয় কাজ সেটা সবাইকে বুঝাতে হবে।

দ্বিতীয়ত :- যৌতুক দাবি বনধ করতে হলে পুরুষ ও মহিলার প্রতি বৈষম্য মূলক কতিপয় সামাজিক দৃষ্টি ভঙ্গির পরিবর্তন আনতে হবে। যেমন-মেয়েদের বিয়ের বয়সসীমা পুরুষের তুলনায় কম না ধরা । আমাদের সমাজে বিয়ের পাত্ররা নিজেদের বিয়ের বয়স সীমা নিয়ে তেমন একটা ভাবে না । ৪০ বৎসরের পাত্ররা ১৫-২০ বছর বয়সের পাত্রী খুঁজেন এবং কোন কারনে পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র খুঁজতে পাত্রীকে যদি ৩৫-৪০ বছর বয়স অবধি দেরি করতে হয় তখন সমাজে নান কথা উঠে । গ্রাম এলাকায় কোন মেয়ের ২০-২২ বছরের মধ্যে বিয়ে না হলে সমাজে কন্যার পিতা মাতাকে নানা কথা শুনতে হয়। কন্যাকে ও শুনতে হয় নানা অপবাদ। সমাজ যাতে মহিলা পুরুষের বিয়ের বয়সসীমা সম্পর্কে বৈষম্যমুলক দৃষ্টি পোষন না করে সেটার জন্য সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে।
তৃতীয়ত :- যৌতুক সমস্যা নিরসন করতে হলে মহিলা শিক্ষার প্রসার এবং মহিলা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন । কেননা দেখা গিয়েছে যে, কর্মজীবী মহিলা পাত্রীর বাবা-মার কাছে তেমন যৌতুক দাবি করা হয় না। অতএব, দেশের মহিলা সমাজের শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারলে আর যৌতুকের দাবি উঠবে না।

চতুর্থত :- যৌতুক একটি আত্মঘাতিক রীতিতে পরিনত হয়েছে। কেননা যে পাত্র যৌতুক দাবি মিটাতে হবে । অতএব, যৌতুক দাবি করার পাশাপাশি যৌতুক প্রদানের জন্যও সবাইকে প্রস্তুত নিতে হচ্ছে , এতে সবাই যৌতুকের শিকারে পরিনত হচ্ছে । যৌতুকের সমস্যার সমাধানে তাই সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি করা প্রয়োজন ।

কিভাবে এই সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি করা যায়? সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি করতে সব ধরনের গনমাধ্যমের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে । সভা, সেমিনার ও ওয়ার্কসপের ব্যবস্থা করে যৌতুকের দাবি নিন্দা এবং যৌতুক প্রদানকে নিরুৎ সাহিত করতে হবে।

পঞ্চমত :- যেহেতু বেকারত্ব ও দারিদ্র্য যৌতুক দাবির অন্যতম কারন সেহেতু যৌতুক সমস্যার সমাধান করতে হলে অবিবাহিত বেকার যুবকদের কর্মসংসথান করার ব্যবস্থা নিতে হবে ।

ষষ্ঠত :- যেহেতু ইদানীং কালে অনেক বাবা-মাই যৌতুকের দাবি মিটাতে অক্ষ্যম এবং অন্যান্য কারনে তাদের কন্যাদের যথা সময়ে পাত্রস্থ করতে বেশ বেগ পাচ্ছেন, সেজন্য সারা দেশে ইউনিয়ান বা মহল্লা পর্যায়ে সরকারের সমাজ কল্যান, যুবও মহিলা বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের যৌথ উদ্দ্যোগে বিবাহ সংস্থা গড়ে তোলা যেতে পারে। এই সংস্থার কাজ হবে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক পাত্র-পাত্রীর নাম ঠিকানা ইত্যাদি রেজিস্ট্রারি করা এবং সংস্থার উদ্দ্যোগে যোতুক বিহীন বিয়ের ব্যবস্থা করা। যৌতুক বিহীন বিয়ের পাত্র -পাত্রীকে পুরস্কৃত করে তাদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করা যেতে পারে। যৌতুক দাবি ছাড়া অনুষ্ঠিত বিয়ের পাত্র-পাত্রীকে বিশেষ সামাজিক মর্যাদার ভূষিত করা যেতেও পারে।

প্রত্যেক গবেষনার ন্যায় ও আমরা এই গবেষনার ও সবথেকে গুরুত্বপূর্ন অধ্যায় হলো উপসংহার আমরা সমাজতাত্ত্বিক অনুধ্যানের নামকরন করেছি পনপ্রথা একটি সামাজিক ব্যাধি । এই নিরিক্ষের জন্য কতগুলি প্রশ্ন মালার সাহায্য নিয়েছি যেগুলি আমরা গবেষনাকে সফল করতে সাহায্য করেছে।

মহিলাদের পনপ্রথা সম্পর্কিত যে দৃষ্টিভঙ্গি তা উন্মোচন করার প্রয়াস করেছি মাত্র। বহু মহিলা তাদের পরিবারের চাপে ভীত হয়ে সঠিক উত্তর দিতে যথেষ্ট ইতস্তত বোধ করেছিলেন , কিন্তু তাদের মধ্যে বিশ্বাস জাগিয়ে তারপর আমি আমার অনুধ্যায়নের কাজে অগ্রসর হয়েছি।

পরিশিষ্ট (Appendix)

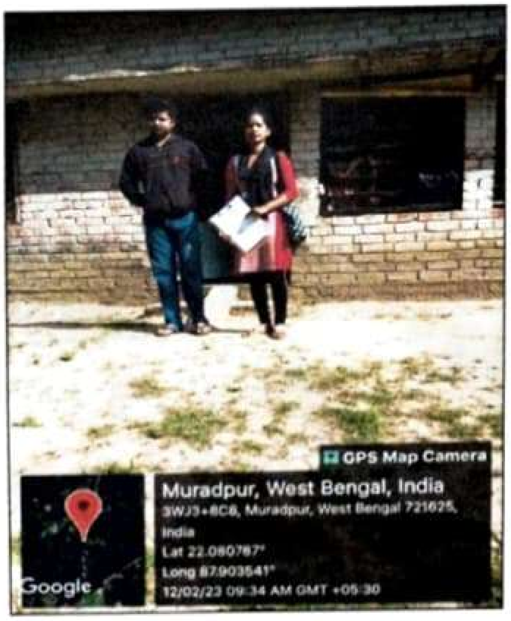

পরিশিষ্ট (Appendix)

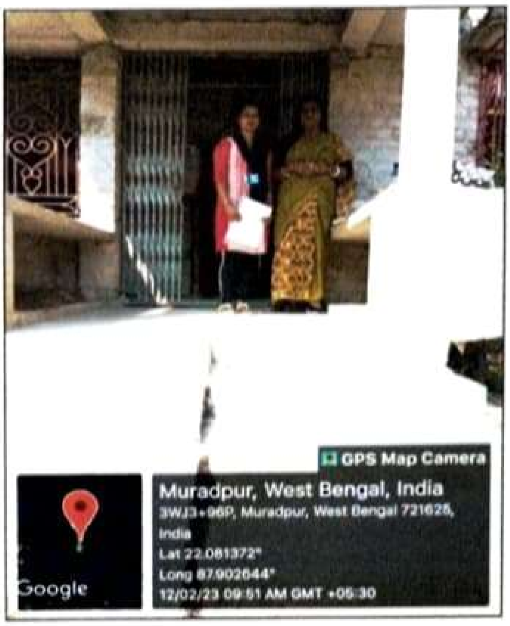

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

(REFERENCES)

১. আহুজা, মুকেশ, ১৯৯৬ : 'Windose', নিউ এজ প্রকাশক, নিউ দিল্লি, পৃষ্ঠা- ৩০২-৩০৩.

২. আহুজা, রাম, ১৯৯৬ : 'Sociological Criminology' নিউ এজ ইন্টারন্যাশানাল পাবলিশার্স, নিউ দিল্লি , পৃষ্ঠা ১৯০-১৯১.

৩.আহুজা, রাম, ১৯৯৭ : 'Social Problem in India'- র রাওয়াত প্রকাশনা, জয়পুর, পৃষ্ঠা- ২৪৫-২৪৯.

৪. অনাদিকুমার মহাপাত্র, ২০০৬ : 'ভারতের সামাজিক সমস্যা' শ্রী পরিমল কুমার দত্ত প্রকাশনা, কোলকাতা , পৃষ্ঠা- ৪১৬-৪১৭.

৫. বসবী চক্রবর্তী, ২০১১ : 'ভারতীয় সমাজ: সাম্প্রতিক সমস্যা' প্রদীপ ভট্টাচার্য্য, উর্বী প্রকাশক, কোলকাতা, পৃষ্ঠা- ১৭২-১৭৪.

৬. মোঃ আহসান হাব্বি ২০০৮ : 'পরিবার ও বিবাহের সমাজ বিজ্ঞান , রতন চন্দ্র পাল প্রকাশক , ঢাকা, পৃষ্ঠা- ৪৮-৫৪.

COLLEGE GROUP STUDY

6th SEM (2020-2023)

হলদিয়া সরকারি মহাবিদ্যালয়
সমাজবিদ্যা বিভাগ

প্রশ্নতালিকা (Schedule)

বিষয় : পণপ্রথা একটি সামাজিক ব্যাধি
(Dowry as a Social Problem)

১) নাম :

২) বয়স :

৩) জাতি :

৪) ধর্ম :

৫) শিক্ষাগত যোগ্যতা :

৬) পরিবারের মোট সদস্য সংখ্যা :

৭) পরিবারের প্রধান/ কর্তা :

৮) পরিবারের বার্ষিক আয় :

৯) বাড়ি : ১) কাঁচা ☐
২) পাকা ☐

১০) পেশা :

১১) পরিবারের ধরন :
১) যৌথ ☐
২) একক ☐

১২) আপনার কত সালে বিয়ে হয়েছে ?

১৩) আপনার কত বছর বয়সে বিয়ে হয়েছে ?

১৪) আপনার স্বামী/ স্ত্রীর বিয়ের সময় কত বছর বয়স হয়েছিল ?

১৫) পণপ্রথা সম্পর্কে আপনি কি অবগত :

১) হ্যাঁ ☐

২) না ☐

১৬) আপনার বিয়েতে কি পণ দিতে হয়েছিল ?যদি হয় তাহলে কি কি ?

১৭) আপনার বাবার বাড়ির লোকেরা কি ভাবে পণ দিয়েছিল ?

১) নগত টাকা ☐

২) জিনিসপত্র ☐

১৮) আপনার সঙ্গে আপনার স্বামীর সম্পর্ক কি রকম?

১৯) বিয়ের পর পণের জন্য আপনার ওপর কোনো অত্যাচার হয়েছিল?

১) হ্যাঁ ☐

২) না ☐

২০) পণের জন্য আপনার বাবার বাড়িতে কোনো সমস্যা হয়েছিল ? যদি হয়ে থাকে তবে কি রকম সমস্যা হয়েছিল?

২১) পরিবারের মধ্যে আপনি যে অত্যাচারিত হচ্ছেন তার ধরনবলী কীরকম ?

১) শারীরিক ☐

২) মানসিক ☐

৩) উভয়ই ☐

২২) যদি আপনার ওপর অত্যাচার হয়ে থাকে তাহলে কারা করেছিল?

২৩) যদি আপনার ওপর অত্যাচার হয়ে থাকে, তার বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ স্বরূপ কোনো পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়েছিল ? যদি হয়ে থাকে তাহলে কি রকম ?

২৪) পণের জন্য এখনো কি আপনাকে কোনো সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় ?

১) হ্যাঁ ☐

২) না ☐

২৫) আপনার মতে পণপ্রথার জন্য কারা দায়ী ?

২৬) বর্তমান সমাজে দাঁড়িয়ে আপনি কি পণপ্রথাকে সমর্থন করেন ?

১) হ্যাঁ ☐

২) না ☐

২৭) আপনার কি মনে হয় পণপ্রথা কোনো পরিবারের আর্থিক সংকট মোচন করে ?

১) হ্যাঁ ☐

২) না ☐

২৮) পণ দিলে কি মেয়েরা শ্বশুরবাড়িতে বেশি মর্যাদার অধিকারী হয়?

১) হ্যাঁ ☐

২) না ☐

২৯) অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে সম্পুর্ন পণ দিতে না পারার কারনে বিবাহ বিচ্ছেদ কি বাড়ছে?

১) হ্যাঁ ☐

২) না ☐

৩০) আপনার মেয়ে সন্তান হলে আপনি কি পণ দেবেন ?

৩১) আপনার মেয়ের বিয়ে কত বছর বয়সে দেবেন ?

৩২) আপনার মেয়েকে বিয়ে দেওয়ার সময় আপনি কি সতর্কতা অবলম্বন করবেন?

১) হ্যাঁ ☐

২) না ☐

৩৩) কি ভাবে সমাজে পণপ্রথা দূর করা যাবে ?

ক) শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে ☐

খ) জনমত গঠনের মাধ্যমে ☐

গ) যৌতুক বিহীন বিবাহের মাধ্যমে ☐

ঘ) সচেতনতার মাধ্যমে ☐

৩৪) আপনার মতে পণপ্রথা কি একটি ঘৃণাযুক্ত সামাজিক অভিষাপ ?

১) হ্যাঁ ☐

২) না ☐

৩৫) পণপ্রথা কি একটি জলন্ত বিষয় ?

১) হ্যাঁ ☐

২) না ☐

৩৬) আপনি কি মনে করেন অতিরিক্ত জনসংখ্যা, অশিক্ষা, দারিদ্রতা পণপ্রথার একমাত্র কারন ?

১) হ্যাঁ ☐

২) না ☐

৩৭) আপনি কি পণ দেওয়া ও নেওয়ার পক্ষে ?

১) হ্যাঁ ☐

২) না ☐

৩৮) আপনি কি মনে করেন পণপ্রথার জন্য বাবা /মায়েরা মেয়ের জন্ম দিতে চায় না?

১) হ্যাঁ ☐
২) না ☐

৩৯) পণপ্রথা কি মেয়েদের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় ?

১) হ্যাঁ ☐
২) না ☐

৪০) সরকারের কি পণপ্রথার বিরুদ্ধে আইনি ব্যাবস্থা নেওয়া উচিত ?

১) হ্যাঁ ☐
২) না ☐

৪১) আপনি বিয়ের সময় 'পণ নয়' বিষয়টিকে তরান্বিত করতে চান ?

১) হ্যাঁ ☐
২) না ☐

৪২) পণপ্রথার প্রভাব গুলি কি কি ?

ক) বধূ নির্যাতন ☐
খ) বধূ হত্যা ☐
গ) অন্যান্য ☐

৪৩) পণপ্রথা কিভাবে দূর করা যাবে এই বিষয় আপনার পরামর্শ কি হতে পারে?

....

সমীক্ষকের স্বাক্ষর